NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

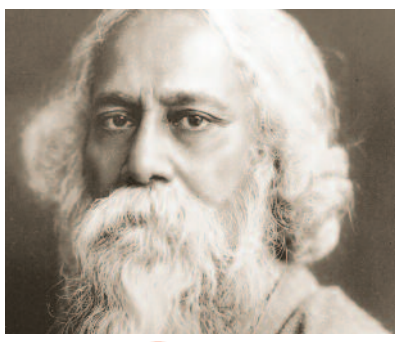

৪ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ

ভারতের দ্বিতীয় দলে স্থান মোহনবাগানের ৮ ফুটবলারের ৮

কলকাতা ৮ মে ২০২৪ ২৫ বৈশাখ ১৪৩১ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৩২৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 8.5.2024, Vol.17, Issue No. 325, 8 Pages, Price 3.00

মঙ্গলবার আমদাবাদের নিশান হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ভোট দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সপরিবারে ভোট দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও।

বিক্ষিপ্ত অশান্তি, হাতাহাতিতে মিটল রাজ্যের ৩য় দফার ভোট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হল শান্তিতেই। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ -সহ দেশের ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৯৩টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এদিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজ্যের চার আসনে মোট ভোট পড়েছে ৭৩.৯৩ শতাংশ। মালদহ উত্তর লোকসভায় ভোট পড়েছে ৭৩.৩০ শতাংশ। মালদহ দক্ষিণে ভোট পড়েছে ৭৩.৬৮ শতাংশ এবং জঙ্গিপুরে সবথেকে কম ভোট পড়েছে ৭২.১৩ শতাংশ। ওই সময়ের মধ্যে মুর্শিদাবাদে ভোট পড়েছে ৭৬.৪৯ শতাংশ। তৃতীয় দফার লোকসভা ভোটে বাংলায় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটের হার ৭৩.৯৩ শতাংশ।

পাশাপাশি, এদিন উপনির্বাচন রয়েছে ভগবানগোলাতেও। বিকেল পর্যন্ত সেখানে ভোটের হার ৭৩.৬৮ শতাংশ। সকাল থেকে ভোটকে ঘিরে বিক্ষিপ্ত কিছু গোলমালের খবর মিলেছে। তবে এরাজ্যের ভোটে হিংসার চেনা ছবির তুলনায় তা নিতান্তই ফিকে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কমেছে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানোর সংখ্যাও। লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় চার কেন্দ্র মিলিয়ে বিকেল পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে মোট ৩৬১টি অভিযোগ জমা পড়েছে। দলগত ভাবে অভিযোগ জমা পড়েছে ২১৭টি। যার মধ্যে সিপিএমের অভিযোগ সব থেকে বেশি, ১৫৩টি। কংগ্রেস ২৫টি, তৃণমূল ১৭টি এবং বিজেপি ১০টি নালিশ করেছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। সব কেন্দ্র মিলিয়ে ১০টি ঘটনার জন্য কমিশন রিপোর্ট তলব করেছে বলে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি সাগরপাড়া হাই স্কুলের ১০ নম্বর বুথের মহিলা প্রিসাইডিং অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সকাল থেকেই ভোট কর্মী এবং ভোটারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। ওয়েব কাস্টিং থেকে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তর ও নির্বাচন সদনের কর্তাদের নজরে আসার পরই তাকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আরো জানা গিয়েছে, ওই মহিলা প্রিসাইডিং অফিসার ওই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষিকা।

উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে এই নিয়ে দুজন প্রিসাইডিং অফিসারকে ওয়েব কাস্টিং ছবি দেখে সরিয়ে দেওয়া হলো। এর আগে প্রথম দফায় জলপাইগুড়িতে এক প্রিসাইডিং অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় দফার ভোটের সকালে সিপিএম এজেন্টকে মারধরের ঘটনায় সরব হয়েছিলেন মহম্মদ সেলিম। গোপীনাথপুরে ৩৬ নম্বর বুথে এসে ভুয়ো এজেন্টকে বের করে দিয়েছিলেন তিনি। এবার তাঁর বিরুদ্ধেই মারধরের অভিযোগ করল তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনাটি লোচনপুর প্রাম পঞ্চায়েতের মোহনপুর ৩৯ নম্বর বুথের। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর নাম সারিকুল ইসলাম।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই নিজের কেন্দ্রে সক্রিয় থাকতে দেখা গিয়েছিল মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিমকে। রানিনগর ৩৪ বুথে সিপিএমের এজেন্টকে মারধর করে বার করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মার খেয়ে কলাবাগানে লুকিয়ে ছিলেন ওই এজেন্ট। পরে সেলিম এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। মুর্শিদাবাদের গোপীনাথপুরে ৩৬ নম্বর বুথে এক ভুয়ো এজেন্টকেও হাতেনাতে ধরে ফেলেন বাম প্রার্থী। এর পর গ্রামের ভিতর ঘুরে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন। ভোটারদের আশ্বস্ত করেন ভোট দিতে যাওয়ার জন্য। সেলিম কিছুটা যেতেই তাঁকে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান ওঠে। তৃণমূল কর্মীদের একাংশ এই স্লোগান দেন। শাসকদলের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সেলিমকে ধাক্কাধাক্কি করতেও দেখা যায়। অন্য দিকে, হিটলার সরকার নামে এলাকার এক তৃণমূল কর্মীর অভিযোগ, সেলিম তাঁকে মারধর করেছেন।

ভোটের সকালে উত্তপ্ত হতে দেখা গিয়েছিল মালদহ দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রও। এই লোকসভার অধীনে ইংরেজবাজার পুর এলাকায় বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। আঙুল উঁচিয়ে তেড়ে যেতে দেখা যায় শ্রীরূপাকে। পাল্টা স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূল কর্মীরা। সব মিলিয়ে সাতসকালেই উত্তেজনা মালদহে। শ্রীরূপার অভিযোগ, তৃণমূলের প্রবীণ নেতা তথা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী কাকলি ভোটকেন্দ্রের সামনে জমায়েত করে ভোটারদের প্রভাবিত করছেন। পাল্টা কৃষ্ণেন্দুর অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী নিজেই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরে ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ঢুকে নিজেকে ভোট দেওয়ার আবেদন করছেন। ওই বুথ ছাড়াও একাধিক বুথে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন শ্রীরূপা।

প্রসঙ্গত, তৃতীয় দফায় যে ৯৩টি আসনে ভোট হয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চারটির পাশাপাশি গুজরাতের ২৫, কর্নাটকের ১৪, মহারাষ্ট্রের ১১, উত্তরপ্রদেশের ১০, মধ্যপ্রদেশের ন'টি, ছত্তিশগড়ের সাতটি, বিহারের পাঁচটি, অসমের চারটি, গোয়ার দু'টি, দাদরা ও নগর হাভেলির একটি এবং দমন ও দিউয়ের একটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে।

বিকেল ৫টা পর্যন্ত দেশে ভোটের হার

১. বিকেল ৫টা পর্যন্ত দেশের ৯৩ আসনে ভোট পড়ল প্রায় ৬০.১৯ শতাংশ।
২. ভোটের হারের নিরিখে এগিয়ে অসম। সেখান বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৪.৮৬ শতাংশ।

রাজ্যে ৪ আসনে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভোটের হার

১. মোট ভোট পড়েছে ৭৩. ৯৩ শতাংশ
২. মালদহ উত্তরে ৭৩. ৩০ শতাংশ
৩. মালদহ দক্ষিণে ৭৩. ৬৮ শতাংশ
৪. জঙ্গিপুরে ৭২. ১৩ শতাংশ
৫. মুর্শিদাবাদে ৭৬. ৪৯ শতাংশ

এসএসসি চাকরি বাতিলে আপাতত সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ৭ মে: এসএসসি মামলায় বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে বাতিল ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। ওই মামলার শুনানি শেষে আপাতত চাকরি বাতিলের রায়ে স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতন ফেরতের নির্দেশের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, পুরো প্যানেল বাতিল করা শেষ পদক্ষেপ হওয়া উচিত। যোগ্য-অযোগ্য পৃথকীকরণ সম্ভব হলে, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাঁদেরই চাকরি বাতিল হওয়া উচিত। যদিও আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানিয়েছেন, আদালত আপাতত বেতন ফেরতের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে। তবে একইসঙ্গে এও জানিয়েছে, যাদের নিয়োগ বেআইনি ধরা পড়বে, তাদের বেতন ফেরত দিতে হবে। এর পাশাপাশি সুপার নিউমেরারি তদন্তে মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে এখনই সিবিআই কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। যদিও সিবিআই তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ১৬ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে এসএসসির আইনজীবী দাবি করেন, কারও চাকরি বাতিল করতে পারে না আদালত। পালটা ওএমআর শিট নষ্ট নিয়েও প্রধান বিচারপতির প্রশ্নের মুখে পড়ে এসএসসি। তাদের দাবি, ডিজিটাল তথ্য রয়েছে। তাহলে কেন চেয়ারম্যান ওএমআর শিটের 'মিরর ইমেজ' নেই বলে দাবি করলেন, প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির। এসএসসির দাবি, নাইসার কাছ থেকে 'মিরর ইমেজ' নেওয়া হয়েছে। এবং সেগুলি প্রকাশও করা হয়েছে।

নাইসাকে বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন যথাযথভাবে টেন্ডার ডাকা হয়নি, সে প্রশ্নও তোলেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, 'নাইসাকে বরাত দেওয়া হল। নাইসা আবার আরও এক সংস্থাকে টেন্ডার দিল। কেন বলেননি নিজে না পারলে বরাত নেওয়ার প্রয়োজন নেই। গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় নথি কেন অন্যের হাতে তুলে দিলেন। তথ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ এসএসসির। এটা নিরাপত্তা লঙ্ঘন। এসএসসি দায়িত্ববানের মতো কাজ করেনি।'

একনজরে সুপ্রিম বক্তব্য

১. ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলে আপাতত স্থগিতাদেশ।
২. যোগ্যদের আলাদা করা গেলে পুরো প্যানেল বাতিল করা অন্যায্য হবে।
৩. চাকরিহারারা মুচলেকা দেবেন। এখনই বেতম ফেরত নয়।
৪. নিয়োগ অবৈধ প্রমাণিত হলে টাকা ফেরত দিতে হবে।
৫. অবৈধ নিয়োগ নিয়ে সিবিআই তদন্ত চালিয়ে যাবে। কিন্তু কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না।
৬. সুপারনিউমেরারি পদ তৈরি নিয়ে সিবিআই তদন্তে স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে।
৭. আগামী ১৬ জুলাই এই মামলার চূড়ান্ত নির্দেশ দেবে তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

'সুপ্রিম কোর্টে ন্যায় মিলেছে, আমি খুশি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে তিনি খুশি। এ জন্য সমগ্র শিক্ষক সমাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছেন আন্তরিক শ্রদ্ধা। নিজের এক্স হ্যান্ডলে এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'সুপ্রিম কোর্টে ন্যায় প্রাপ্তির পর আমি বাস্তবিকই খুব খুশি এবং মানসিক ভাবে তৃপ্ত। সামগ্রিক ভাবে শিক্ষক সমাজকে জানাই আমার অভিনন্দন এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।'

পুরুলিয়ায় মোদির '৪০০ পার' স্লোগানকে তীব্র কটাক্ষ মমতার

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ৪০০-র বেশি আসন পাবে বলে আত্মবিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রায় প্রতিটি জনসভা থেকে তিনি স্লোগান দিচ্ছেন, 'অব কি বার ৪০০ পার।' এ বার নির্বাচনী সভা থেকেই সেই স্লোগানকেই কটাক্ষ করে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'ইস বার পগার পার।' মঙ্গলবার পুরুলিয়ার সভা থেকে মমতা বলেন, 'এ বারের ভোটে মানুষ মোদি সরকারকে বিদায় দেবে।'

লোকসভা নির্বাচনে তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন তৃণমূলনেত্রী মমতা জানান, অনেক জায়গাতেই ভোটারদের প্রভাবিত করা হচ্ছে বলে তিনি খবর পাচ্ছেন। বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশের কথা উল্লেখ করে মমতা অভিযোগ করেন, সেখানে সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাংলায় এ সব করার 'স্পর্ধা' কারও নেই বলে হুঁশিয়ারিও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে নাকি সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ভোট দিতে গিয়েছে, তাকে পিটিয়ে রোদে ফেলা রাখা হয়েছে। খবর পেয়েছি।' নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে জনসভায় মমতার কটাক্ষ, 'আপনারা কি ভাবছেন, নির্বাচন কমিশন কিছু করবে? কিচ্ছু করবে না। মডেল কোড অফ কনডাক্ট এখন মোদি কোড অফ কনডাক্ট-এ পরিণত হয়েছে। পুরো বিজেপির দালালি করছে।' তাঁর সংযোজন, 'বাংলায় হাত দিলে হাত ভেঙে গুটিয়ে দেবে মানুষ। অত্যাচার করে ভোট হয় না।

মমতা আরও বলেন, 'মোদির কথা মানে মিথ্যের গ্যাস বেলুন। ভোটের আগে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। কখনো ১৫ লাখের ভুয়ো প্রতিশ্রুতি। আবার কখনো বিনামূল্যে গ্যাসের ভাঁওতা। এখন আবার ভোটের আগে বলছে বিজেপি নাকি অন্নপূর্ণা ভান্ডারে তিন হাজার করে টাকা দেবে। আমি বলি অন্নপূর্ণা কি? জানে মোদিবাবু। গরিব মানুষের চাল দেয় না, ১০০দিনের টাকা দেয় না, আর ভোটের সময় শুধু ভাঁওতাবাজি করে। ভোটের আগে কেবল মিথ্যে প্রতিশ্রুতি। বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও তে এক টাকা দিয়েছে? আর এখন ভোটের সময় বিজেপি গ্রামে গ্রামে গিয়ে মিথ্যে কথা বলছে। দেওয়ালে দেওয়ালে গ্যাসের ছবি এঁকে বলছে বিনামূল্যে গ্যাস দিচ্ছে মোদি সরকার।

গ্রামে গ্রামে লিখছে নাকি অন্নপূর্ণা ভান্ডারে তিন হাজার করে টাকা দেবে। আমি বলি, যদি দিতেন তাহলে এতদিন কেন দিলেন না। আমরাতো লদীর ভান্ডার দেব বলেছিলাম ,গত দুবছর ধরে দিয়ে আসছি ,চলছে কি চলছে না সেই প্রকল্প ,বলুন মা বোনেরা। আমরা যা বলি তা কাজে করি। আর বিজেপি মিথ্যা কথা বলে মানুষ কে বিভ্রান্ত করছে। প্রধানমন্ত্রী মিথ্যের গ্যাস বেলুন। আমি এতবড় মিথ্যেবাদী প্রধানমন্ত্রী কোথাও দেখিনি।'

মমতা জানান, পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ জনকে ভোট দিতে বাধা দিলে পাঁচ লক্ষ মানুষ তৃণমূলের পক্ষে রায় দেবেন। তিনি সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোদিকে নিশানা করেন। মমতা বলেন, 'একটা স্বেচ্ছাচারী রাজা। অনাচারী রাজা। ব্যভিচারী রাজা। লোকের একশো দিনের কাজের টাকা দেয় না। বাড়ির টাকা দেয় না। রাস্তার টাকা দেয় না। কেন্দ্র এবং রাজ্য যে একসঙ্গে প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে জানাবে না। শুধু নিজের ছবি দেবে।' তাঁর সংযোজন, 'যদি ওয়াশরুমে যান, সেখানেও দেখবেন মোদির ছবি। করোনার সময় গণতন্ত্রের দায়িত্ব মানুষের জন্য কাজ করা। প্রত্যেকটি রাজ্য খেটেছে। ভূতের মতো খেটেছি আমরা। একটি ইঞ্জেকশন দিয়ে নিজের ছবি লাগিয়ে দিচ্ছে। মানুষ মরে গেলেও যেন তোমার ছবিটা চিতায় নিয়ে চলে যায়!' তিনি আরও বলেন, 'প্রচার করতে করতে আত্মঅহঙ্কারী হয়ে গিয়েছেন। সারা পৃথিবী ছিঃ ছিঃ করছে। হিন্দু-মুসলমান ভাগ করে দাও। উনি একা হিন্দু এসেছেন। বড় নেতা। সবার দীক্ষাগুরু হয়ে গিয়েছে। তুমি একটা মুকুট পরো।'

কালবৈশাখীতে নিহতদের পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহের পর সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্যে নেমেছিল স্বস্তির বৃষ্টি। তবে সকলের জন্য সুখকর হয়নি সেই ঝড়-বৃষ্টি। কালবৈশাখীর প্রবল তাণ্ডব, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের জেরে রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। সেই ঘটনায় মৃতদের পরিবারের প্রতি শোক প্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলেন সব রকম সাহায্যের আশ্বাস। ব্যাপক ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাতের জেরে গতকাল একাধিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে গোটা রাজ্যজুড়ে। মঙ্গলবার সকালে সেই ঘটনায় মৃতদের পরিবারের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংখ্যালঘু ভোট-ই নির্ধারণ করবে আসানসোলের ভাগ্য

শুভাশিস বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গে ৪২ টি লোকসভা আসনের মধ্যে রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে অন্যদের থেকে অনেকটাই ভিন্ন আসানসোলের। কারণ, যখন এই রাজ্যে বিজেপি তেমন ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি সেই সময়েই আসানসোল থেকে লোকসভা নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে এনেছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ২০১৪-তে বঙ্গে মাত্র দু'টি কেন্দ্রে জয় পেয়েছিল বিজেপি, যার মধ্যে একটি দার্জিলিং এবং অপরটি আসানসোল। ২০১৯-এও এই আসানসোল থেকে বিজেপির টিকিটে জয় পান বাবুল। ২০১৪-তে হারান তৃণমূল প্রার্থী দোলা সেনকে। এরপর ২০১৯-এ মুনমুন সেনকে। পরপর দু-বার একই কেন্দ্র থেকে জিতে নিঃসন্দেহে এক সেনসেশনাল কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন বাবুল। এরপর অবশ্য আসানসোলের রাজনীতিতে বিস্তর বদল এসেছে। বাবুল আপাতত তৃণমূলে। এদিকে ২০২২-এর উপনির্বাচনে আসানসোল থেকে তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়ে শত্রঘ্ন সিন্‌হা জয়ী হন। লোকসভা আসনটি শুধু হাতছাড়া হয়েছে তাই নয়, আসানসোল পুরনিগমের ১০৬ টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র ৮ টি ওয়ার্ডে জয় পান বিজেপি প্রার্থীরা। পরবর্তীকালে ৩ জন বিজেপি কাউন্সিলর তৃণমূলে যোগ দেয়। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোটেও বিজেপি সেরকম কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। একটি মাত্র পঞ্চায়েত সিপিএম গঠন করলেও বিজেপি কোনও পঞ্চায়েত গঠন করতে পারেনি। ফলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক কারবারিদের সকলের নজরেই রয়েছে এই আসানসোল কেন্দ্র। অর্থাৎ, যে গেরুয়া ঝড় উঠেছিল বঙ্গের এই শিল্প শহরে তা আজ স্তিমিত। এদিকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক, সবদিক থেকেই এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে আসানসোলের। ভাষা, পেশা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও আসানসোলে নজরে আসে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। বাংলার অন্যতম প্রাচীন এক শহর হলেও, এই অঞ্চলে বহু হিন্দিভাষী মানুষের বাস। আসানসোল মূলত খনি এবং শিল্পাঞ্চল। নানা কারণে প্রতিবেশী রাজ্য বিহার বা ঝাড়খণ্ডেও সমান গুরুত্ব রয়েছে এই শিল্প শহরের।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

আজ উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ হবে। দুপুর একটার সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে ফলপ্রকাশ করা হবে। তিনটে থেকে পরীক্ষার্থীরা ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবেন। ওয়েবসাইটে ফল দেখার জন্য হাতের কাছে রাখতে হবে অ্যাডমিট কার্ড। যে ওয়েবসাইটগুলিতে ফল দেখা যাবে সেগুলি হল, www. wbchsc. wb.gov.in– www. wbresults. nic.in ও www.results.shiksha। ১০ মে সকাল ১০টা থেকে রেজাল্ট দেওয়া হবে স্কুলগুলি থেকে। প্রসঙ্গত, এবারই প্রথম তৎকাল পরিষেবা চালু করছে সংসদ।

মার্কশিট হাতে পাওয়ার পর রিভিউ ও স্ক্রুটিনির জন্য আবেদন করতে পারবে পড়ুয়ারা। এই আবেদনের ৭ দিনের মধ্যেই রিভিউ ও স্ক্রুটিনির রেজাল্ট জানানো হবে। যদিও তৎকাল পরিষেবা পেতে গেলে অতিরিক্ত ফি দিতে হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Anjan Kumar Upadhaya (Ex Servicemen- No-13965875-A Rank-Ex (TS) NK) S/O - Late Khetromohan Upadhaya, resident of 15/12, West Kaptey Para Road, Post- Athpur P.S.-Jagaddal. District- North 24 Parganas, Pin- 743128 (WB) do hereby declare that Henceforth my Daughter's Name spelling has been changed from Kumari Seina Upadhaya to Taniya Upadhaya vide affidavit No-50/24 dated 25th April 2024 before the notary public at Barrackpore North 24 Parganas (WB).

নাম-পদবী

গত ০৩/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৯৯১ নং এফিডেভিট বলে Gopal Das ও Gopal Ch Das S/o. Lakshman Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NAME CHANGE

I **Ramesh Kedia** hereby declare that I have changed my name to **Ramesh Kumar Kedia** therefore, now and in the future I should be known and recognized by my new name Ramesh Kumar Kedia.

PAN : **AFTPK2158K**

CHANGE OF NAME

I, Rani Gupta, wife of Vinay Kumar Gupta residing at Shyam Residency, Flat No-7A, 7th floor, 293, Gouri Nath Sashtri Sarani, Kolkata-700055, by profession house wife, do hereby solemnly affirm that in educational certificate my name has been recorded as Baby Rani and after marriage all my documents my name has been recorded as **Rani Gupta**. That **"Baby Rani"** and **"Rani Gupta"** are same and one identical person vide Affidavit bearing No. 62010 sworn before The First-Class Judicial Magistrate, Calcutta on 30.04.2024.

নাম-পদবী

গত ০৬/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৮০ নং এফিডেভিট বলে আমি Yogendra Prasad ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Saloni Prasad ও Kumari Saloni Prasad D/o. Yogendra Prasad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

আমি Aklima Bibi, W/O. Mansur Ali Sk., সাং- এস.আর.পি.এস. রোড, নাজিরাপাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, আমার ভোটার কার্ডে নং DMB2417335 নাম Akhali Bibi, W/O Munsurali Sekh এবং আধার কার্ডে নং ৫৪৮২৮৭৫৬১১৮০ নাম Akhali Bewa, W/O. Mansur Ali Sk. হইয়াছে। ২৬.০৪.২০২৪ তারিখের আলিপুর ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সিরিয়াল নং ৯৩১১ এফিডেভিট বলে Aklima Bibi, W/O. Mansur Ali Sk. Akhali Bibi, W/O. Munsurali Sekh ও Akhali Bewa, W/O Mansur Ali Sk. একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

RAMAKRISHNA VEDANTA MISSION TEACHERS' ACADEMY
CHANDIPUR, P.O: PIRPUR, ULUBERIA, DIST: HOWRAH
Recognised by NCTE Affiliated to BSEAU & WBBPE.

RECRUITMENT NOTICE

Application are invited from deserving candidates for D.El.Ed. Course as per NCTE Norms for post of : Foundation Course (2), English(1), Bengali(1), History(1), Geography(1), Math(2), Life Sc(1), Physical Science(1), Music(1).
Apply with C.V. and scan copy of all Mark Sheets & Aadhaar Card with Passport Photo. through Email:- rvmta.chandipur@gmail.com with in 12-05-2024.
Contact No:- 9434119041. **President.**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই মে, ২৫ শে বৈশাখ, বুধ বার। অমাবস্যা তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধরে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে । মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ- বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে।

সিংহ রাশি : সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি।

তুলা রাশি : কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন। এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিন্যপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন হোক।

(আজ বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৪ তম শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা শ্রী সহদেব রাম, ২৭, এমএম ফিডার রোড, কলকাতা : ৭০০০৫৭-৫২বি টি রোড, কলকাতা : ৭০০০৫৬ স্থিত সম্পত্তির জন্য জানুয়ারি ২০২৪ থেকে মে ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া "লাইসেন্স ফি" আদায় দেওয়ার জন্য শ্রী আজাদ, পিতা মহ আসিফ, ঠিকানা-ডিসি ১৫/৮, বাগুইআটি, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৫৯ কে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছেন। আমি জানুয়ারি ২০২৪ থেকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোনওভাবেই যোগাযোগ করতে পারিনি।
সুতরাং আমি আপনাকে অবগত করছি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত দিনের মধ্যে বকেয়া আদায় না দিলে যেকোনওভাবেই আমার সম্পত্তির দখল নিতে বাধ্য হব।
স্থান : কলকাতা **তারিখ : ০৮.০৫.২০২৪**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের মাননীয় অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত

ম্যাট স্যুট নং ১০০/২০২৩

দরখাস্তকারীঃ- জয়া ব্যানার্জ্জী
-বনাম-
প্রতিপক্ষঃ- উজ্জ্বল ব্যানার্জ্জী
বরাবরঃ উজ্জ্বল ব্যানার্জ্জী, পিতা- বিভূতি ভূষণ ব্যানার্জ্জী, সাং- ঘোষহাট, মধ্যপল্লী, কালিতলার নিকট, পোঃ ও থানা- কাটোয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩১৩০

এতদ্বারা আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তি দিয়া জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী জয়া ব্যানার্জ্জী, স্বামী- উজ্জ্বল ব্যানার্জ্জী, পিতা- বাবলু চক্রবর্ত্তী, বর্তমান সাং- ভট্টপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারা মতে এক বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। আপনার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। অদ্য ইংরাজী তারিখে আমার স্বাক্ষর যুক্ত মতে দেওয়া হইল

আদেশানুসারে,
Pratim Chowdhury
০৬.০৫.২৪
সেরেস্তাদার
নবদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা জজ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

জামিন পেলেও সরকারি ফাইলে সই করতে পারবেন না কেজরিওয়াল

জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ মে: আবগারি মামলায় ধৃত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আবেদন মামলায় ইডির কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধানের দায়ের করা মামলা কোনও সাধারণ মামলা নয়, মঙ্গলবার শুনানিতে এমনই মন্তব্য করল বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ। একই সঙ্গে বেঞ্চ ইডিকে বলে, 'কারও জীবনের অধিকার থেকে আপনি বঞ্চিত করতে পারেন না।' শীর্ষ আদালত আরও বলে, কেজরিওয়াল এক জন মুখ্যমন্ত্রী। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলে, যদি কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা হয়, তা হলেও তিনি কোনও সরকারি ফাইলে সই করতে পারবেন না।

গত ২১ মার্চ দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কেজরিওয়াল। তার পর থেকে তিনি জেলবন্দি। তাঁর গ্রেপ্তারিকে 'বেআইনি' বলে দাবি করে প্রথমে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেজরি। কিন্তু দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণকান্তা শর্মা চলতি মাসের গোড়ায় সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় শীর্ষ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন আপ প্রধান।

গত শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ মন্তব্য করেছিল, 'লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে কেজরিওয়ালকে অন্তর্বর্তীকালিন জামিন দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।' আদালত আরও মন্তব্য করেছিল, গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনের শুনানির জন্য সময় লাগতে পারে। তাই আদালত অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের কথা ভাবতে পারে। তার পর থেকেই কেজরিওয়ালের জামিন নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার শুনানির সময় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর জামিনের প্রসঙ্গ ওঠে। কেজরিওয়ালের হয়ে আদালতে সওয়াল করছেন আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। তিনি বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে অংশ নেওয়া কেজরিওয়ালের গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে।' বিচারপতি খান্নার বেঞ্চ জানায়, তারা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদন শুনবে। কারণ, কেজরিওয়াল এক জন জনপ্রতিনিধি। নির্বাচনে জিতেছেন। নির্বাচনে প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে তাঁর।

তবে কেজরিওয়ালের জামিনের বিরোধিতা করে ইডি আদালতে জানায়, ফৌজদারি মামলায় ধৃত সকলের অধিকার সমান। কেজরিওয়ালকে জামিন দিলে ভুল বার্তা যাবে। তদন্তের স্বার্থে ছ'মাসে তাঁকে ন'বার সমন পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি এক বারও হাজিরা দেননি। সুপ্রিম কোর্ট বলে, 'দেশে সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে, আমরা কখনই তা উপেক্ষা করতে পারি না।'

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'আমরা কাউকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়ার সময় পরীক্ষা করে দেখি তার অপব্যবহার হবে কি না।' তদন্তে 'অসহযোগিতা'র কারণেই কেজরিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে আদালতে জানায় ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সওয়াল, যদি কেজরিওয়ালকে জামিন দেওয়া হয়, তবে মানুষ ভাববেন তিনি কিছুই করেননি।

বিচারপতি খান্নার বেঞ্চ বলে, 'যদি কেজরিওয়ালকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়, তবে আদালত চায় না তিনি সরকারি কোনও কাজে যুক্ত থাকুন। না হলে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে। আমরা সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। নির্বাচন না হলে এই জামিনের বিষয় বিবেচনা করা হত না।'

পরিচারকের বাড়ি থেকে উদ্ধার নগদ ৩২ কোটি!

গ্রেপ্তার ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীর সচিব

রাঁচি, ৭ মে: পাহাড় প্রমাণ নোটের বান্ডিল ঢাঁই করে রাখা রয়েছে ঘরে। টাকা গোনার মেশিনে তা গুনে চলেছেন ইডির আধিকারিকরা। সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে ভোটের মাঝেই ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীর সচিবের পরিচারকের বাড়িতে থাকা গুপ্তধনের ভাণ্ডার দেখে ফেলেছে গোটা দেশ। সেই ঘটনাতেই এবার পদক্ষেপ নিল ইডি। মঙ্গলবার সকালে গ্রেপ্তার করা হল কংগ্রেস নেতা তথা ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রী আলমগীর আলমের ব্যক্তিগত সচিব সঞ্জীব লালকে।

উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় নির্বাচনী প্রচার করছেন হরি ঘোষ স্ট্রিটে। ছবি : অদিতি সাহা

দীনেন্দ্র স্ট্রিটে ভোট প্রচারে উত্তর কলকাতার কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্য।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের চতুর্থ প্রান্তিকের ফল ঘোষণা ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের চতুর্থ প্রান্তিকের ফল ঘোষণা করল ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পয়েছে শতকার ৪৫ শতাংশ। টাকার অঙ্কে ১২১৮ কোটি। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই কোয়ার্টারে সুদের আয় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৮৪ কোটি টাকা হয়েছে। যা এক বছর আগে ছিল ২,১৮৭ কোটি টাকা।

ফি-ভিত্তিক আয়, ট্রেজারি আয় এবং লিখিত অ্যাকাউন্টে পুনরুদ্ধার সহ অন্যান্য আয় ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,০২২ কোটি টাকা হয়েছে।

নন-পারফর্মিং অ্যাসেটের (এনপিএ) ১৬ শতাংশ কমে ৪৫৭ কোটি টাকা, স্ট্যান্ডার্ড/পুনর্গঠিত সম্পদ ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯১ কোটি টাকা। সুদের মার্জিন আগের বছরের ৩.৫৬ শতাংশের তুলনায় বেড়ে ৩.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এর পাশাপাশি ব্যাঙ্কের তরফ থেকে ১০ টাকা মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ১ টাকা ৪০ পয়সা ডিভিডেন্ডও ঘোষণা করেছে।

ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও নিধু সাক্সেনা জানান, গত ১৫ ত্রৈমাসিকে বা তারও বেশি সময় ধরে দৃঢ়ভাবে নির্মিত মুনাফা এবং দক্ষতার প্যারামিটারগুলি বজায় রেখেছে। এমনকি এটি আগামী এক বছরে পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ব্যবসায়িক আকারের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া ব্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এবং দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে দুই ধাপ বৃদ্ধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এর পাশাপাশি নিধু সাক্সেনা এও জানান, ব্যাঙ্ক আশা করে যে আগামী ২০২৫ অর্থবর্ষে অ্যাডভ্যান্স এবং আমানত বৃদ্ধি ১৬ থেকে ২০ শতাংশ এবং ১২ থেকে ১৫ শতাংশ হবে। এর পাশাপাশি এনআইএম থাকবে ৩.৭০ থেকে ৩.৯০ শতাংশের মধ্যে। একইসঙ্গে এও জানান, ২০২৫ অর্থবর্ষে প্রায় ২০০ শাখা আরও যুক্ত করার পরিকল্পনা করছে।

ইউপিআই পেমেন্টে টিকিট কেনার ট্রায়াল রান পরিচালনা মেট্রোর জিএম-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো কাউন্টারে নোট ও মুদ্রার ঘাটতির কারণে টিকিট কাটতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের। তবে এই সমস্যা খুব দ্রুত মিটতে চলেছে বলেই জানানো হচ্ছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। কলকাতা মেট্রো ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের মাধ্যমে যাত্রীদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্টের একটি নতুন পদ্ধতি নিয়ে আসছে। এর ফলে এরপর থেকে যাত্রীদের মেট্রোর টিকিট কাউন্টারে মুদ্রা নোট বা মুদ্রায় ভাড়া দিতে হবে না। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস বা ক্রিস-এর সহায়তায় মেট্রো কর্তৃপক্ষ ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস অর্থাৎ ইউপিআই ভিত্তিক টিকিটিং ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। এই বিষয়ে মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডির উপস্থিতিতে মঙ্গলবার গ্রিন লাইনের শিয়ালদা স্টেশনে এই ব্যবস্থার মহড়া সম্পন্ন হয়। পি উদয় কুমার রেড্ডি নিজে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি টিকিট কাটেন। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন্স ম্যানেজার সৌমিত্র বিশ্বাসের উদ্যোগে ও তৎপরতায় এই নতুন টিকিটিং ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। মহড়া সম্পূর্ণ হলে নতুন এই টিকিটিং ব্যবস্থা প্রথমে গ্রিন লাইনে চালু হবে। এই সুবিধা নিতে আগ্রহী যাত্রীদের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে প্রথমে তাদের গন্তব্য স্টেশনের নাম বলতে হবে। এরপর কাউন্টারের ডুয়াল ডিসপ্লে বোর্ডে ভেসে ওঠা কিউ আর কোডটি স্মার্ট ফোনের সাহায্যে স্ক্যান করে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে হবে যাত্রীদের। লেনদেন সম্পূর্ণ হলে ক্টট্র ঋদ্রত্মত্র বেসড কাগজের টিকিটটি তিনি হাতে পাবেন এবং মেট্রোয় সফর করতে পারবেন। শুধু টিকিটই নয়, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে মেট্রো যাত্রীরা নিজেদের স্মার্ট কার্ডও রিচার্জ করতে পারবেন।

কলকাতা মেট্রোর গ্রিন লাইনে এই ব্যবস্থা সফল হলে যাত্রীদের সুবিধার্থে তা ব্লু লাইন , পার্পল লাইন ও অরেঞ্জ লাইনেও চালু করা হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। তারজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। এদিনের মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন মেট্রো রেল, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস-এর শীর্ষ আধিকারিকরা।

নির্মীয়মাণ বহুতলের পাঁচিল ভেঙে আহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার সন্ধ্যার ঝড় বৃষ্টিতে নির্মীয়মাণ বহুতলের পাঁচিল ভেঙে পড়ে পাশের টালির বাড়িতে। ঘটনায় আহত হন ওই বাড়ির মেয়ে আসমা খাতুন। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বাঁকড়া এলাকাতে।

ওই বাড়ির গৃহিণী আনোয়ারা বেগম জানান ঝড় বৃষ্টির সময়ে বাড়ির সকলে ঘরের মধ্যেই ছিলেন। রাত নটার সময় পাঁচিল ভেঙে পড়ে সোজা ঘরের উপর। ইটের আঘাতেই জ্ঞান হারায় বাড়ির মেয়ে আসমা। তাকে কাছাকাছি একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি কক্ষরা হয়। আনোয়ারার কথায়, সামান্য ঝড় এবং বৃষ্টিতে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আগামী দিনে কী অবস্থা হতে পারে তারই আশঙ্কা করছেন। এই বহুতল নির্মাণ অবৈধভাবে হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। যদিও এই ঘটনায় বহুতল নির্মাণের মালিক এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। আহত আসমার এখনো চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় যথেষ্টই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকাতে।

সংখ্যালঘু ভোট-ই নির্ধারণ করবে আসানসোলের ভাগ্য

প্রথম পাতার পর...

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল থেকে প্রার্থী করা হয়েছে সেই শত্রুঘ্ন সিন্‌হাকেই। বাম শিবির থেকে প্রার্থী করা হয়েছে সিপিআইএম-এর জাহানারা খানকে। আর বিজেপি থেকে আসানসোলে লড়বেন এসএস আহলুওয়ালিয়া। আহলুওয়ালিয়াকে প্রার্থী করার কারণ, তিনি একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ-ই শুধু নন, তিনি বাংলা ও হিন্দিতে সমানভাবে সাবলীল। আবার অন্যদিক থেকে আসানসোলের ভূমিপুত্রও বটে। ফলে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করা অনেক সহজসাধ্য। শুধু তাই নয়, আসানসোলে ছাত্র রাজনীতি করা সুরেন্দ্রের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্কও রয়েছে পুরনো কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের। আর এখানেই স্যাফ্রন ব্রিগেডের বিশ্বাস, 'বিহারি বাবুর' ক্যারিশ্মার সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিতে পারবেন এই আহলুওয়ালিয়াই।

এখানে আরও একটা ফ্যাক্টরের কথা ভুলে গেলে চলবে না। তা হল, আসানসোলের ৪৫ শতাংশেরও বেশি ভোটার অবাঙালি এবং তাদের মধ্যে রয়েছেন প্রায় ১০ শতাংশ শিখ ভোটার। আহলুওয়ালিয়া যদি শিখ ভোট ব্যাংক নিজের দিকে টানতে পারেন তাহলে অনেক সহজ হয়ে যাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে জয় পাওয়া।

এদিকে ২০২২-এ শত্রুঘ্ন সিন্‌হাকে আসানসোলবাসী ভোট জেতালেও তিন লক্ষ ভোটে জেতা তৃণমূল সাংসদের দেখা পাওয়া ভার, এমনটাই অভিযোগ আসানসোলের এক বিরাট অংশের মানুষের। এমনকী, সাংসদের নির্দিষ্ট কার্যালয় কোথায়, সেটাই জানেন না অনেকেই। এমনকী , তীব্র গরমে ভোটপ্রচারেও রাস্তাঘাটে তেমন ভাবে এবার দেখা মেলেনি জোড়াফুল প্রার্থীর। আর এই ভোট প্রচারের বদলে বদলে এসি ঘরেই বেশি সংখ্যায় হয়েছে কর্মিসভা। ফলে কোথাও যেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আসানসোলবাসীর সঙ্গে এক দূরত্ব তৈরি হয়েছে বিহারি বাবুর। অন্যদিকে, আসানসোলে মন্ত্রী মলয় ঘটক বনাম তৃণমূলের অপর গোষ্ঠীর সুসম্পর্ক সুবিদিত। ফলে ২০২২-এ যে নির্বাচনী আবহ ছিল সেই হাওয়া কিন্তু এবার তৃণমূলের পালে নেই।

তবে বিজেপি প্রার্থী আহলুওয়ালিয়াও যে স্বস্তিতে রয়েছেন তা মোটেই নয়। বিজেপির তরফ থেকে পবন সিং আসানসোল থেকে দাঁড়াতে না চাওয়ার পর আসানসোলের রাজনীতিতে ঘোরাফেরা করতে শোনা গিয়েছে জিতেন্দ্রনাথ তিওয়ারির নাম। তবে শেষ পর্যন্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পছন্দ করে নিয়েছেন বর্ষীয়ান আহলুওয়ালিয়াকেই। এখানেই জিতেন্দ্রের এই প্রার্থী হতে না পারার 'কাঁটা'-তে 'সর্দারজি'কে বিদ্ধ হতে হচ্ছে প্রতিনিয়তই। কারণ, বিজেপির নিচু তলার কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, জিতেনদা সারাজীবন আসানসোলে রয়েছেন। ওঁর সঙ্গে সকলের যোগাযোগ রয়েছে।

এদিকে বেশ কয়েকটা সমস্যা রয়েছে এই শিল্প শহরে। যার মধ্যে প্রদান হল বছরের পর বছর বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা বেশ কিছু কারখানা। যেগুলি দ্রুত চালু করার দাবি রয়েছে আসানসোলবাসীর তরফ থেকে। সঙ্গে গ্রামীণ পকেটে পানীয় জলের সমস্যা বহুকালের। একইসঙ্গে পরিত্যক্ত কোলিয়ারিগুলিতে অবৈধ খননের হুমকির উপর এবার লাগাম দেওয়ার প্রয়োজন বলেও মনে করছেন স্থানীয়রা। আর এই প্রসঙ্গেই বাম মনোনীত প্রার্থী, জামুরিয়ার দুই বারের বিধায়ক জাহানারা খান জানান, তৃণমূল বা বিজেপির সাংসদ এখানে থাকলেও কেউই স্থানীয়দের সমস্যা দূর করতে তেমন কিছু-ই করেননি। এখনও গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র উপজাতি এবং সংখ্যালঘুরা পানীয় জলের সঙ্কটের মধ্যে রয়েছেন। আর এখানেই বাম প্রার্থীর আশা, এবার এখানকার মানুষ আদর্শের দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। তবে এবার আরও একটা অঙ্ক রয়েছে আসানসোলে। আসানসোলের ১৭ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট কতটা জাহানারার দিকে আসবে সেদিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। খালি চোখে এই অঙ্কের হিসেব বলছে, এই ১৭ শতাংশ ভোট যদি এদিক-ওদিক হয় তাহলে তা বড় মাথাব্যথার কারণ হবে তৃণমূলের। কারণ, এতে নির্বাচনী লড়াইয়ের রেসে অনেকটাই বড় ল্যাপে এগিয়ে যাবে বিজেপি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ মে ২০২৪ ২৫ বৈশাখ ১৪৩১ বুধবার

সত্যের জয় হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর বললেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ার ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশে আপাতত স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি জানালেন, যদি যোগ্য এবং অযোগ্য প্রার্থী আলাদা করা সম্ভব হয়, তা হলে গোটা প্যানেল বাতিল করা ন্যায্য হবে না।

নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের এই স্থগিতাদেশে শুধু যোগ্য চাকরিহারারা নন, নতুন করে অক্সিজেন ফিরে পেল রাজ্য শিক্ষা দপ্তরও। মঙ্গলবার সন্ধেয় সাংবাদিক বৈঠক থেকে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'আমরা অবশ্যই খুশি। সুপ্রিম কোর্ট আমাদের দাবিগুলি মেনে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আগাগোড়া যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে ছিলেন। আজকে প্রমাণিত হয়েছে সত্যমেব জয়তে। সত্যেরই জয় হয়।'

ব্রাত্য বলেন, 'কেউ বিজেপি প্রার্থী হওয়ার জন্য, কেউ পরবর্তীকালে সুপ্রিকোর্টে যাওয়ার জন্য অনেক সময় রায় দিয়ে থাকেন। তবে আজকে সুপ্রিমকোর্ট প্রমাণ করে দিয়েছে, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে না, সজোরে সোচ্চারে নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়ায়।'

গত ২২ জুলাই নিয়োগ মামলার রায় দিতে গিয়ে ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলটাই বাতিল করে দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। রাতারাতি চাকরি খুইয়েছিলেন ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। তার মধ্যে অযোগ্যদের পাশাপাশি যোগ্য প্রার্থীরাও ছিলেন।

তখন আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল যোগ্য-অযোগ্য সঠিকভাবে বিভাজন করা সম্ভব না হওয়ায় এই রায়।

এদিন তার মধ্যে যোগ্যদের একটি তালিকা শীর্ষ আদালতের হাতে তুলে দেয় এসএসসি। বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে, কলকাতা হাইকোর্টে ওই তালিকা কেন তুলে দিল না এসএসসি। তাহলে তো মামলা শীর্ষ আদালত পর্যন্ত গড়াতো না ব্রাত্য বলেন, এব্যাপারে যা বলার আজ বুধবার এসএসসি প্রেস মিট করে জানাবেন।

একই সঙ্গে এই প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে হাইকোর্টের সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'এসএসসিকে নানাভাবে বিরক্ত করা হয়েছে।' প্রশ্ন উঠছে, নিয়োগ দুর্নীতির দায় নিয়েও। পরোক্ষে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দিকে ইঙ্গিত করে ব্রাত্য বলেন, 'এর দায়ে তো শিক্ষা দপ্তরের একটা বড় অংশ জেলে রয়েছে। তবে একথা বলতে পারি, আমি যবে থেকে এই দায়িত্ব নিয়েছি, তখন থেকে আমরা কোনও নিয়োগ করে থাকলে সেটা স্বচ্ছভাবে এবং মেধার ভিত্তিতেই হয়েছে।'

ফের বঙ্গে নরেন্দ্র মোদি, ১২ মে পরপর ৪টি সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত শুক্রবার রাজ্যে তিনটে সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফের সাত দিনের মধ্যে ফের বাংলায় আসছেন মোদি। এবার পরপর চারটি জনসভা রয়েছে তাঁর। প্রসঙ্গত, সাত দফায় এবার রাজ্যে লোকসভা ভোট হচ্ছে। পঞ্চম দফায় ভোট হবে বনগাঁ, ব্যারাকপুর, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, হুগলি, আরামবাগ ও হাওড়ায়। এই পঞ্চম দফার নির্বাচন উপলক্ষে আগামী ১২ মে একদিনেই পরপর চারটে সভা করার কথা নরেন্দ্র মোদির। এই তালিকায় রয়েছে ব্যারাকপুর, হুগলি, আরামবাগ ও হাওড়া। ১১ তারিখ কলকাতায় এলেও কলকাতায় কোনও কর্মসূচি রাখা হচ্ছে না বলেই পদ্ম শিবির সূত্রে খবর।

১২ তারিখ ব্যারাকপুর দিয়েই সভা শুরু করবেন নরেন্দ্র মোদি।

অর্জুন সিং-এর সমর্থনে সভা করবেন নরেন্দ্র মোদি। ব্যারাকপুরের ভাটপাড়ায় সভা করবেন তিনি। পরে হুগলির চুঁচুড়া ও আরামবাগের পুরশুড়াতেও সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ রথীন চক্রবর্তী। তাঁর সমর্থনে হাওড়ায় সভা করবেন মোদি। উল্লেখ্য, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে এ রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১২টি সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রয়াত উদ্যোগপতি মৌ রায়চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কো চেয়ারপার্সন মৌ রায়চৌধুরী। মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৌ ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির গভর্নিং বডির সদস্যও। পাশাপাশি আজকাল দৈনিকের ডিরেক্টরও ছিলেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

এদিন মৌ রায়চৌধুরীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'বাংলার অগ্রগণ্য শিল্পোদ্যোগী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মৌ রায়চৌধুরীর প্রয়াণে অকস্মাৎ শূন্যতা সৃষ্টি হল। আমি ওঁর স্বামী সত্যম, ছেলে দেবদূত ও সমগ্র পরিবার এবং যে গ্রুপকে তিনি নেতৃত্ব দিতেন সেখানকার সকলের প্রতি আমি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।' মৌ রায়চৌধুরী সাহিত্যচর্চা করতেন। তাঁর কবিতার অনেকেই প্রশংসা করেছেন। গানও গাইতেন তিনি।

বিদেশি মুদ্রা সহ বিপুল অঙ্কের অর্থ উদ্ধার কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনী আবহে কলকাতায় উদ্ধার বিপুল অঙ্কের মার্কিন ডলার সহ লাখ লাখ টাকা। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করেছে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। শহরে ভোটের আগে কোথা থেকে এল এই বিপুল পরিমাণ টাকা তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাত ৮টা নাগাদ হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ আধিকারিকেরা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালান। এরপরই হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকা থেকেই বাজেয়াপ্ত করা হয় প্রায় আট লাখ টাকা। যার মধ্যে ভারতীয় মুদ্রায় নগদ ২ লাখ ৪৫ হাজার টাকা এবং তিন হাজার ইউএস ডলার। যাঁর কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ মেলে তাঁর নাম সঞ্জয় যাদব। বছর ২৫-এর সঞ্জয়ের বাড়ি বিহারে হলেও কর্মসূত্রে থাকেন হাওড়ায়। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদে সঠিক কোনও তথ্যই দিতে পারেননি সঞ্জয়। এরপরই তাঁর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ। গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে।

সুইমিং পুলে সাঁতার শিখতে গিয়ে মৃত্যু এক কিশোরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সল্টলেকের সুইমিং পুলে সাঁতার শিখতে গিয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরীর। সূত্রে খবর, সাঁতারের প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় আচমকাই ডুবে যায় ওই সাঁতারু। এই খবর পেয়েই সল্টলেক সুইমিং পুলে পৌঁছয় উত্তর বিধান নগর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ সল্টলেকেরই এই ৬৮০-র বাসিন্দা এলিনা দত্ত ভট্টাচার্য আসে তাঁর মায়ের সঙ্গে আসে সাঁতারের অনুশীলন করতে। প্রতিদিনের মতোই এদিনও সাঁতারুদের ফুসফুসের কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য জলে ডুব মারে সে। বেশ কয়েক মিনিট পরও না ওঠায় ঘটনাটি নজরে আসে প্রশিক্ষকদের। দ্রুত তাঁরা জলে নেমে ওই কিশোরীকে জল থেকে তোলেন। এরপর হাসপাতালে পাঠানো হলেও শেষরক্ষা হয়নি। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে এলিনার মৃত্যু নিয়ে তৈরি হচ্ছে ধোঁয়াশা। তদন্তে নেমেছে উত্তর বিধাননগর থানা। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হয় বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

প্রধানমন্ত্রীর সভা পণ্ড করতে মাঠ খোঁড়ার অভিযোগ জগদ্দলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে আগামী ১২ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনী জনসভা করবেন জগদ্দলের টিটাগড় পেপার মিলের মাঠে। যদিও ওই মাঠ এলাকায় জিলিবি মাঠ নামেই পরিচিত। অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সভা ভণ্ডুল করতে ট্রাক্টর দিয়ে মাঠ খুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বেলায় প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থল পরিদর্শনে আসেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। সেখানে হাজির ছিলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং-ও। পুলিশ কমিশনার বেহাল মাঠ পরিদর্শন করলেও, সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি মুখ খুলতে চাননি। মাঠের বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সরব হলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, পার্থ ভৌমিকের ইশারায়

ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন ও তাঁর ছেলে মাঠটা খুঁড়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথ। এই পুলিশের ওপর তাদের ভরসা নেই। তাই এদিন থেকে মাঠের পাহারা দেবে দলীয় কর্মীরা। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রীর সভা আটকানোর মতো ক্ষমতা ওদের নেই। পেপার মিলের মাঠ নিয়ে জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম বলেন, 'ওই মাঠে বিউটিফিকেশনের কাজ চলছে। মাঠে খোঁড়া হয়নি। উঁচু-নিচু জায়গা লেভেল করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সভার বিষয়ে তাঁর কাছে খবর জানা ছিল না। তবে প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য মাঠটিকে পুরসভার তরফে তৎপরতার সঙ্গে ঠিক করে দেওয়া হবে।

অনুষ্কাকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আইসিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষায় যুগ্মভাবে সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে ব্যারাকপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের হরিসভা রোডের আনন্দপুরীর বাসিন্দা অনুষ্কা ঘোষ। সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্রী অনুষ্কা ৫০০ মধ্যে পেয়েছে ৪৯৮ নম্বর। অর্থাৎ ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর।

মঙ্গলবার কৃতী অনুষ্কাকে সংবর্ধনা জানালেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। সাফল্যে খুশি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'অনুষ্কা বাংলা তথা দেশের গর্ব। ব্যারাকপুর শহরের নাম উজ্জ্বল করেছে এই কৃতী পড়ুয়া।' তাঁর কথায়, শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান এই ব্যারাকপুর। তবে অনুষ্কার এই সাফল্য প্রমান করে দিল, ব্যারাকপুর আছে ব্যারাকপুরেই। ঠাকুরের কাছে তাঁর প্রার্থনা, ভবিষ্যতে যেন অনুষ্কা নিজের লক্ষে পৌঁছতে সফল হয়।

নির্বাচনী পিটিশন প্রত্যাহার করলেই উপ নির্বাচন সম্ভব

সুপ্রিম কোর্টকে জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মানিকতলা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন প্রয়াত তৃণমূল নেতা সাধন পাণ্ডে। এরপর ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রয়াত হন তিনি। তাঁর প্রয়াণে কেন্দ্রটি এখনও বিধায়ক শূন্য।

এদিকে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধি আইনের বিধানে বলা হয়েছে, কোনও বিধানসভা কেন্দ্র বিধায়ক শূন্য হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু, সাধন পাণ্ডের প্রয়াণের পর, দুই বছর কেটে গেলেও নির্বাচন হয়নি। কারণ, সাধন পাণ্ডের ২০২১ সালের নির্বাচনকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বিজেপি নেতা কল্যাণ চৌবে। এই প্রেক্ষিতে উপ-নির্বাচন স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, মানিকতলা আসনের উপ নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে যে নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে তারা উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে পারে। নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী জানান, পিটিশন প্রত্যাহার যেদিন করা হবে, ওই দিনই মানিকতলা কেন্দ্রটি স্পষ্টভাবে বিধায়কশূন্য হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। তাই, নির্বাচনী পিটিশনটি প্রত্যাহার করলে তবেই মানিকতলায় উপনির্বাচন করা সম্ভব।

সব পক্ষের যুক্তি শুনে বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ, কলকাতা

মানিকতলা

হাইকোর্টকে নির্বাচনী পিটিশনের মামলায় একটি উপযুক্ত আদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। বেঞ্চ আরও বলেছে, এটি নির্বাচনী পিটিশন প্রত্যাহারের আবেদন গ্রহণ না করা এবং তা খারিজ করার ক্ষেত্রে কোনও 'প্রতিবন্ধকতা' তারা দেখতে পায়নি।

প্রসঙ্গত, মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন শুভেন্দু দে নামে এক ব্যক্তি।

তবে, হাইকোর্ট তার আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। উচ্চ আদালত জানিয়েছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচনী পিটিশন মুলতুবি থাকবে, উপ-নির্বাচন করা যাবে না। এরপর এই মামলা পৌঁছয় শীর্ষ আদালতে। শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে, কল্যান চৌবের নির্বাচনী পিটিশনের দ্রুত শুনানির জন্য অনুরোধ করা হয় হাইকোর্টকে। কিন্তু, এই মামলার শুনানি বেশ কয়েকবার স্থগিত হয়। এদিনের মামলার শুনানিতে বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ জানায়, কল্যাণ চৌবে মামলার কার্যধারা পিছিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে। এমনকী, তাঁর আইনজীবীরাও কোনও না কোনও মিথ্যা অজুহাতে শুনানি মুলতবি রাখতে চাইছে। এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্ট, পরবর্তী শুনানির তারিখে হাইকোর্টে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কল্যাণ চৌবেকে। আদালত বলেছে, হাজিরা না দিলে, তাঁর বিরুদ্ধে অ-জামিনযোগ্য পরোয়ানা-সহ কোন কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। আবেদনকারীদের পক্ষে এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ আইনজীবী দেবদত্ত কামাত। তিনি জানান, হাইকোর্টের কল্যাণ চৌবের নির্বাচনী পিটিশনের পরবর্তী শুনানি হবে ৯ মে। ততদিন পর্যন্ত নির্বাচনের দাবিতে হওয়া মামলাটি বিচারাধীন রাখার জন্য শীর্ষ আদালতকে অনুরোধ করেন তিনি।

'আরএসএস-এর সঙ্গে সম্পর্ক', হুমকির জেরে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হলেন শিল্পী

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা: আরএসএস-এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার 'দায়ে' নিগৃহীত হলেন এক নবীন শিল্পী! হুমকির জেরে রাতারাতি কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হলেন তিনি। নিগ্রহকারীরা তৃণমূলের সমর্থক বলেই অভিযোগ শিল্পীর। দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকায় ঘটেছে এই ঘটনা।

কিছুকাল আগে সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন শীর্ষ আচার্য (২৪)। তিন পুরুষ ধরে তাঁরা আরএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবী। শীর্ষর ঠাকুর্দা রাজশাহী থেকে এপার বাংলায় আসার পর 'সঙ্ঘী' হন। শীর্ষ কলকাতায় সঙ্ঘের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত থাকতেন না। শিল্পী-ভাস্কর হওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন।

বছর দুই হল ৩/বি যাদবগড়ে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন শীর্ষ। প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন স্নাতকোত্তরে ভর্তির পরীক্ষার জন্য। কমার্শিয়াল আর্ট ও নবীন শিল্পীদের আঁকা শিখিয়ে কলকাতায় থাকার খরচ তোলার চেষ্টা করতেন।

সূত্রের খবর, গত জানুয়ারি মাসে রামমন্দির উদ্বোধনের আগে আরএসএস-এর তরফে ২-১ জন স্বেচ্ছাসেবী যাদবগড়ে 'অক্ষরচাল' বিলি করেন। শীর্ষর সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছিল। সেটি কিছু স্থানীয় তৃণমূল কর্মীর চোখে পড়ে। তার পর

থেকে ওই ছেলেরা শীর্ষ ও তাঁর ফেসবুকের ওপর নিয়মিত নজর রাখছিল।

অভিযোগ, গত রবিবার রাতে একটি ছেলে এসে শীর্ষকে শাসিয়ে যায়। শীর্ষ বিষয়টি স্থানীয় (১০৫ ওয়ার্ড) প্রাক্তন কাউন্সিলর তরুণ মণ্ডলকে জানান। তিনি শীর্ষকে বলেন, সোমবার ১১টায় পার্টি অফিসে এলে কথা বলে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সেই অনুযায়ী শীর্ষ সেখানে যান। কিন্তু তরুণবাবুকে পাননি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শীর্ষ যখন চলে আসছিলেন, কিছু ছেলে তাঁকে পার্টি অফিসের ভেতর নিয়ে যায়। শীর্ষর অভিযোগ, বিজেপি-আরএসএস-এর নামে মন্তব্য করে তাঁকে মারধর করা হয়। তাঁর চশমা ভেঙে যায়। ছেলেরা হুমকি দেয়, 'এখনই এলাকা ছেড়ে চলে যা। রাত অবধি থাকলে পুকুরে ভাসিয়ে দেব।'

আক্রান্ত হওয়ার পর শিল্পী বিষয়টি বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকারকে জানান। ২০ মিনিটের মধ্যে চলে আসেন দেবজিৎ। তিনি পাশে থাকার আশ্বাস দিলেও ঝুঁকি নেননি শীর্ষ। বিকেল ৫টায় বেড়িয়ে পড়েন। শিয়ালদা থেকে ৭টার ট্রেন ধরে ১১টায় পৌঁছোন মুর্শিদাবাদে। সেখান থেকে গভীর রাতে নিজের বাড়িতে।

এই প্রতিবেদক মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে শীর্ষ বলেন, 'ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং আতঙ্কের জন্য আমি একটা কথাও বলার মতো অবস্থায় নেই।' কসবা থানায় খোঁজ করলে পুলিশ জানায়, এ রকম কোনও ঘটনা তাঁদের জানা নেই।

এ ব্যাপারে স্থানীয় পুরমাতা সুশীলা মণ্ডলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তাঁর সহায়ক বলেন, 'দিদি এখন বৈঠকে ব্যস্ত।' এর আগে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন সুশীলা মণ্ডলের স্বামী তরুণ মণ্ডল। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'হ্যাঁ। আমি একটা ফোনে শুনেছিলাম কার একটা কী সমস্যা হয়েছে। আমি তাঁকে সোমবার ১১টায় পার্টি অফিসে আসতে বলি। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে আটকে পড়ায় পার্টি অফিসে আসতে পারিনি। তার পর আর কেউ কিছু জানায়নি তো আমাকে!'

কলমলেখক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক দেবযানী ভট্টাচার্য সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'শীর্ষ আচার্য্যকে তার কসবার ভাড়াবাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে সে শ্রী রাম ও মন্দির আদি ছবি আঁকে বলে? খবরটা হোয়াটস্অ্যাপে এসেছে।' খবরটি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে প্রশ্ন করেন দেবযানী। অপর একটি পোস্টে দেবযানী লিখেছেন, 'অভিনন্দনের দাবিদার হবেন সমস্ত 'নামে হিন্দু ভাবে সেক্যুলার' দক্ষিণ কলকাতাবাসী। প্রথমে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হল সরস্বতী সরকারের, তারপর তাড়ানো হল শীর্ষ আচার্য্যকে। দুই-ই কসবায়। কসবা কি কলকাতার নতুন 'মিনি পাকিস্তান'? সিপিএমের শতরূপ ঘোষ আর টিএমসির জাভেদ আহমেদ খানের এখন সেলেব্রেশন পার্টি টাইম? Are you all hearing anyone of CPM talking about these incidents "Demography is destiny".

অভিনেতা-নির্দেশক সঞ্জয় দাস জানিয়েছেন, 'কাল রাতে চড় থাপ্পড় মেরে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে, কোনও প্রতিবাদ নেই কোথাও।'

ভাটপাড়ায় আক্রান্ত বিজেপি! অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির এক নেতাকে মারধরের অভিযোগ উঠল ভাটপাড়ার কলাবাগানে। আক্রান্ত হয়ে টিটাগড়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি নেতা বিনয় মণ্ডল।

অভিযোগ, সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ভাটপাড়ার শহিদ ভগৎ সিং ক্লাবের সামনে। আক্রান্ত বিজেপি নেতা বিনয় মণ্ডলকে গুরুতর জখম অবস্থায় ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে টিটাগড়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিজেপি নেতার অভিযোগ, বাড়ির কাছেই তাঁর ভাইকে মারধোর করা হচ্ছিল। ভাইকে বাঁচাতে গেলে তাঁকে পিস্তলের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের সামনেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী টিপু, অবিনাশ, সজল দলবল নিয়ে তাঁকে মারধর করেছে। ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, ভাটপাড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে দলীয় কার্যকর্তা বিনয়কে মারধর করা হয়েছে। কুখ্যাত অপরাধী টিপু, সনুয়া দলবল নিয়ে বিনয়ের ওপর হামলা চালিয়েছে। হামলায় বিনয়ের ভাইও আহত হয়েছেন। বিজেপি প্রার্থীর আরও অভিযোগ, বিজেপি করার অপরাধে বিনয়কে মারা হয়েছে। অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয়। এমনকী নির্বাচন কমিশনও কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাঁর হুঁশিয়ারি, এবার তারা পাল্টা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হবেন। ঘটনা নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের প্রতিক্রিয়া, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি দাবি জানাবেন।

সম্পাদকীয়

বিদ্বেষ দেখাতে গিয়ে সাত বছরের মেয়েকে রূপের লোভে অপহরণের মতো বিষয় পাঠ্যে থাকা কতটা সঙ্গত!

পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পাঠ্যসূচিতে (সাম্মানিক ও জেনারেল) ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অম্বিকাদত্ত ব্যাসের রচিত শিবরাজবিজয় গদ্যকাব্যের প্রথম পরিচ্ছেদ। শিবরাজ মানে শিবাজি। যবন (মুসলমান) রাজত্বে শিবাজির উত্থান এবং বিজয়কে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশংসাই এই সাহিত্যখণ্ডের প্রতিপাদ্য। বলে রাখা ভাল, ধ্রুপদী সংস্কৃতে 'যবন' বলতে প্রধানত গ্রিকদের বোঝায়, অনেক সময় বোঝায় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের জাতিগুলোকে। মুসলমান অর্থে 'যবন' শব্দের প্রয়োগ অর্বাচীন। পাঠ্য অংশের কাহিনি সংক্ষেপ সাত বছরের একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে রূপের লোভে এক মুসলমান যুবক অপহরণ করে। পথে ভালুক তাড়া করায় সে মেয়েটিকে ফেলে পালায়। একটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রেরা মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিজেদের কাছে রাখে। এর মধ্যে প্রাচীন কালের এক যোগীর সমাধি ভাঙল। আশ্রমের আচার্য তাঁকে জানালেন, ভারতে ম্লেচ্ছগণের দ্বারা গোহত্যা হচ্ছে, বেদ ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, সতীদের পতিতা করা হচ্ছে, ইত্যাদি। গজনির সুলতান মামুদের আক্রমণ, কুতবউদ্দিন থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত পুরো শাসনব্যবস্থাই ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। বলা হল, দানবেরা ভারতীয়দের নির্যাতন করছে, শুধু আকবর শাহ ভারতের গোপন শত্রু হলেও শান্তিপ্রিয় এবং বিদ্বৎপ্রিয়! দক্ষিণ ভারতে 'শিববীর' (শিবাজি) ভারতবর্ষের আশ্রয়। এর পর যোগীর আশীর্বাদে ও গুরুর অনুপ্রেরণায় আশ্রমের এক ছাত্র সেই অপহরণকারী মুসলমান যুবকের মুণ্ডচ্ছেদ করল। গুরু আনন্দিত হলেন। ইউজিসির প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচিতে এই শিবরাজবিজয় নেই। বহু বিশ্ববিদ্যালয় একে পাঠ্যসূচিতে রাখেনি। অথচ, একে স্থান দিতে গিয়ে বাদ পড়েছে ধ্রুপদী এবং সুপাঠ্য টেক্সট। শিবরাজবিজয়-এর এত কদর কেন? এর ভাব কত উচ্চ পর্যায়ের তা তো দেখাই যাচ্ছে। শব্দ নির্বাচন এবং বাচনভঙ্গির বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অনুপযুক্তই বলা চলে। মুসলিম-বিদ্বেষ দেখাতে গিয়ে সাত বছরের মেয়েকে রূপের লোভে অপহরণের মতো বিষয় পাঠ্যে থাকা কতটা সঙ্গত, সেটাও ভাবা দরকার।

জন্মদিন

আজকের দিন

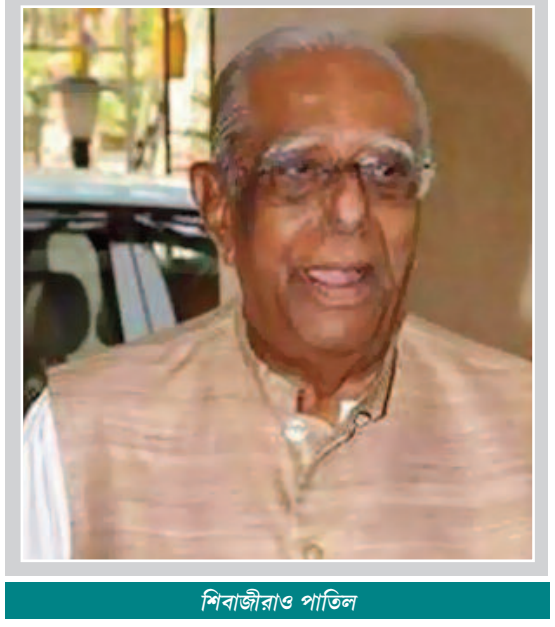

শিবাজীরাও পাতিল

১৯৫৩ *বিশিষ্ট যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী রেমো ফার্নান্ডেজের জন্মদিন।*
১৯৫৩ *বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠির জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শিবাজীরাও পাতিলের জন্মদিন।*

১৬৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে আজ ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২৫টি মজার ঘটনা তুলে ধরলেন **কথাসাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২৫টি মজার ঘটনা

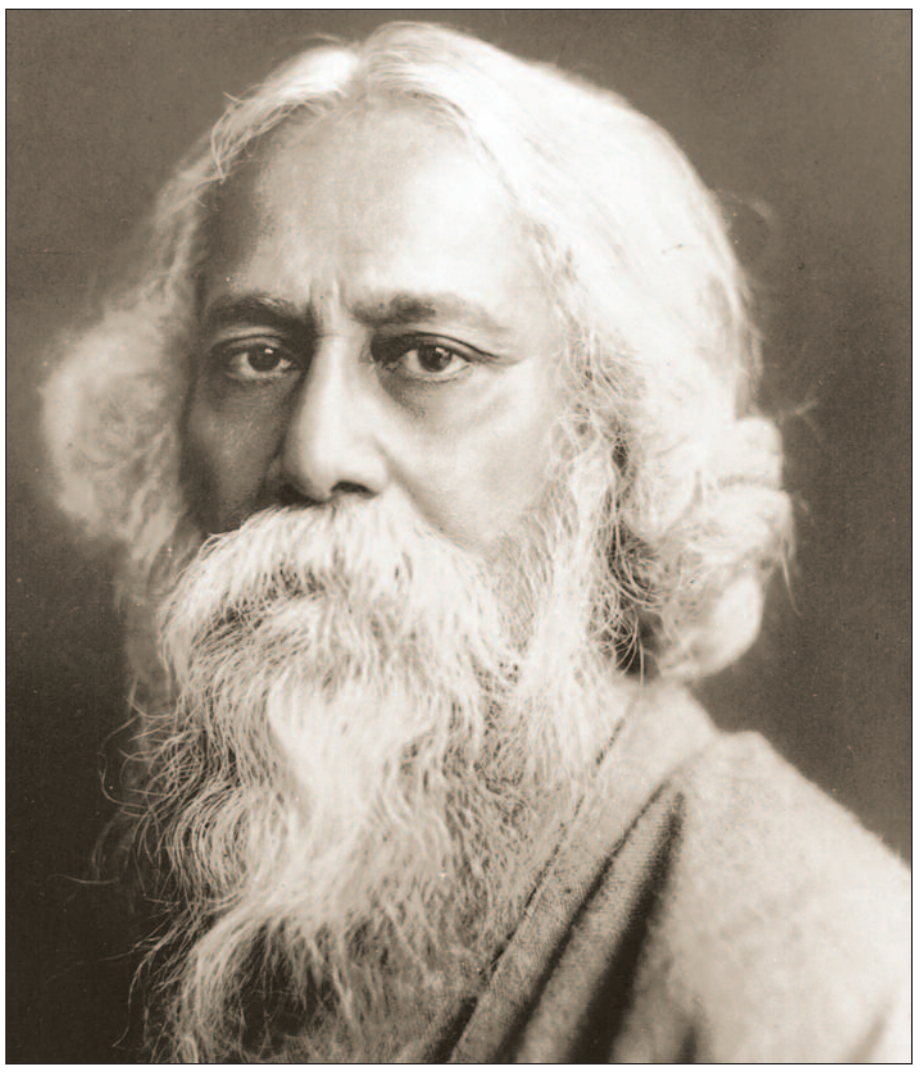

এক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রচুর লোক তাঁদের লেখা বই দিতে আসতেন। একবার এক শিক্ষক এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর লেখা একটি বাংলা ব্যাকরণ বই দিয়ে বললেন, গুরুদেব, সময় পেলে একটু দেখবেন বইটি কেমন হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, ঠিক আছে দু'চার দিন পরে আসুন, আমি দেখে রাখব।

ঠিক তিন দিনের মাথায় লোকটি রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে হাজির। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গুরুদেব, আমার ব্যাকরণ বইটি দেখেছিলেন?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললেন, দেখেছি, খুব ভাল করে দেখেছি। বাংলা ভাষা যে এত কঠিন এই প্রথম জানলাম।

দুই

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশী। তো, একবার প্রমথনাথ বিশী কবিগুরুর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের একটি ইঁদারার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওখানে একটি গাবগাছ ছিল। কবিগুরু হঠাৎ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'জানিস, একসময়ে এই গাছের চারাটিকে আমি খুব যত্ন করে লাগিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, এটা অশোকগাছ, কিন্তু যখন গাছটি বড় হল দেখি ওটা অশোক নয়, গাবগাছ।'

তার পর তিনি প্রমথনাথের দিকে সরাসরি তাকিয়ে স্মিতহাস্যে যোগ করলেন, 'তোকেও অশোকগাছ বলে লাগিয়েছি, বোধ করি তুইও গাবগাছ হবি।'

তিন

একবার রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি একসঙ্গে বসে সকালের জলখাবার খাচ্ছেন। গান্ধীজি লুচি পছন্দ করতেন না, তাই তাঁকে ওটসের পরিজ খেতে দেওয়া হয়েছিল; আর কবিগুরু খাচ্ছিলেন গরম গরম লুচি।

গান্ধীজি তাই দেখে বললেন, 'গুরুদেব, তুমি জানো না যে তুমি বিষ খাচ্ছ।' উত্তরে কবিগুরু বললেন, 'বিষই হবে; তবে এর অ্যাকশন খুব ধীরে। কারণ, আমি বিগত ষাট বছর যাবৎ এই বিষ খাচ্ছি।'

চার

রবীন্দ্রনাথের একটা অভ্যাস ছিল, যখনই তিনি কোনও নাটক বা উপন্যাস লিখতেন, তা প্রথমে শান্তিনিকেতনে গুণীজনদের সামনে পড়ে শোনাতেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই গুণীজনদের মধ্যে ছিলেন একজন। একবার বাইরে জুতা রেখে আসায় সেটা চুরি হয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে তিনি জুতা জোড়া কাগজে মুড়ে বগলদাবা করে আসরে ঢুকতেন।

রবীন্দ্রনাথ সেটা টের পেয়ে একদিন তাঁকে এভাবে ঢুকতে দেখে বললেন, 'শরৎ, তোমার বগলে ওটা কি পাদুকা-পুরাণ?'

পাঁচ

একবার এক দোলপূর্ণিমার দিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাক্ষাৎ ঘটে। পরস্পর নমস্কার বিনিময়ের পর হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর জামার পকেট থেকে আবির বের করে রবীন্দ্রনাথকে বেশ ভাল করে মাখিয়ে দিলেন।

আবিরে রঞ্জিত রবীন্দ্রনাথ রাগ না করে বরং সহাস্যে বলে উঠলেন, 'এত দিন জানতাম দ্বিজেনবাবু হাসির গান ও নাটক লিখে সকলের মনোরঞ্জন করে থাকেন। আজ দেখছি শুধু মনোরঞ্জন নয়, দেহরঞ্জনেও তিনি একজন ওস্তাদ।'

ছয়

মরিস সাহেব শান্তিনিকেতনে ইংরাজী ও ফরাসি পড়াতেন। তিনি একবার তাঁর ছাত্র প্রমথনাথ বিশীকে বললেন, গুরুদেব সুগার অর্থাৎ চিনি নিয়ে একটা গান লিখেছেন। যেটা খুবই মিষ্টি হয়েছে। প্রমথনাথ বিশী সে কথা শুনে বললেন, চিনি নিয়ে লিখলে সেটা তো মিষ্টি হবেই। তা গানটা কী? মরিস সাহেব গাইলেন, 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী।' এটা শুনে প্রমথনাথ বিশী বললেন, গানটাতে বেশ কয়েক চামচ চিনি মিশিয়েছেন গুরুদেব। তাই এত মিষ্টি। কিন্তু এই চিনিই যে সুগার সেটা আপনাকে কে বলল?

মরিস সাহেব জানালেন, কে আবার, স্বয়ং গুরুদেব নিজেই তাঁকে এ কথা জানিয়েছেন।

সাত

কবিগুরুর পঞ্চাশ বছর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের একটি কক্ষে সভা বসেছিল। যেখানে তিনি স্বকণ্ঠে গান গেয়েছিলেন। তো, তিনি সে দিন গাইলেন, 'এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাশি শুনেছি।' কবিগুরু এটি গেয়েছিলেন আচার্য যতীন্দ্রমোহন বাগচি ওই কক্ষে ঢোকার আগ মুহূর্তে, তাই বাগচি মহাশয় কক্ষে প্রবেশ করে বিস্মিত নয়নে সকলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'সিঁড়িতে তোমার কাশির শব্দ শুনেই গুরুদেব তোমাকে চিনেছেন', সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বাগচি মহাশয়কে বুঝিয়ে দিলেন, 'তাই তো তাঁর গানের কলিতে বাঁশির স্থলে কাশি বসিয়ে তিনি গানটি গেয়েছেন।'

আট

সাহিত্যিক 'বনফুল' তথা শ্রী বলাইচাঁদের এক ছোট ভাই বিশ্বভারতীতে পড়ার জন্য শান্তিনিকেতনে পৌঁছেই কার কাছ থেকে যেন জেনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কানে একটু কম শোনেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি যখন দেখা করতে গেলেন রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'কী হে, তুমি কি বলাইয়ের ভাই কানাই নাকি?', তখন বলাইবাবুর ভাই চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে না, আমি অরবিন্দ।'

রবীন্দ্রনাথ তখন হেসে উঠে বললেন, 'না কানাই নয়, এ যে দেখছি একেবারে সানাই!'

নয়

একবার কালিদাস নাগ ও তাঁর স্ত্রী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যে নাগ-দম্পতিকে প্রশ্ন করলেন, 'শিশু নাগদের কোথায় রেখে এলে?'

আরেক বার রবীন্দ্রনাথ তাঁর চাকর বনমালীকে তাড়াতাড়ি চা করে আনতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে কপট বিরক্তির ভাব দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'চা-কর বটে, কিন্তু সু-কর নয়।'

আরও একবার কবিগুরুর দুই নাতনি এসেছেন শান্তিনিকেতনে, কলকাতা থেকে। একদিন সেই নাতনি দু'জন কবিগুরুর পা টিপছিলেন; অমনি তিনি বলে উঠলেন, 'পাণিপীড়ন, না পা-নিপীড়ন?' প্রথমটায় তাঁরা কিছুই বুঝতে না পারলেও পরে কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে খুবই মজা পেয়েছিলেন।

দশ

একদিন সকালবেলায় রবীন্দ্রনাথ জলখাবার খেতে বসেছেন। প্রমথনাথ এসে তার পাশে বসলেন। উদ্দেশ্য, গুরুদেবের খাবারে ভাগ বসানো। ফল, লুচি, মিষ্টি সবকিছুরই ভাগ পেলেন তিনি। কিন্তু তার নজর একগ্লাস সোনালি রংয়ের শরবতের দিকে যেটা তাকে দেওয়া হয়নি। গুরুদেব তার ভাব লক্ষ করে বললেন, 'কী হে এই শরবত চলবে নাকি?' প্রমথনাথ খুব খুশি। অমনি গুরুদেব বড় এক গ্লাসে সেই সরবত প্রমথনাথকে দেওয়ার আদেশ দিলেন। বড় গ্লাস ভর্তি হয়ে সেই সোনালি শরবত এল। প্রমথনাথ এক চুমুক খেয়েই বুঝলেন, সেটা চিরতার শরবত!

এগারো

শান্তিনিকেতনের ছেলেদের সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের ছেলেরা ফুটবল খেলছে। শান্তিনিকেতনের ছেলেরা আট-শূন্য গোলে জিতেছে। সবাই দারুণ খুশি। শুধু রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন, 'জিতেছে ভাল, তা বলে আট গোল দিতে হবে? ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে, নাকি।'

বারো

শান্তিনিকেতনে নতুন একটি ছেলে ভর্তি হয়েছে, তার নাম ভাণ্ডারে। ছেলেটির সঙ্গে তখনও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়নি। রবীন্দ্রনাথ একদিন শান্তিনিকেতনের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, তার পরনে দীর্ঘ আলখাল্লা, মাথায় টুপি। ভাণ্ডারে তাকে দেখে ছুটে গিয়ে হাতে আধুলি মানে আটআনা পয়সা দিয়ে এল। অন্য ছেলেরা জিজ্ঞাসা করল, 'গুরুদেবকে তুই কী দিলি?'

'গুরুদেব কোথায়? ও তো একজন ফকির। মা বলেছে ফকিরকে দান করলে পুণ্যি হয়।' ভাণ্ডারের সাফ জবাব।

যাই হোক, অল্পদিনেই বোঝা গেল ভাণ্ডারে ভীষণ দুরন্ত ছেলে। তার দৌরাত্মে ছাত্র-শিক্ষক সবাই অস্থির। নালিশ গেল গুরুদেবের কাছে। গুরুদেব তাকে ডেকে বললেন, 'ভাণ্ডারে তুই কত ভাল ছেলে। তুই একবার আমাকে একটা আধুলি দিয়েছিলি। কেউ তো আমাকে একটা পয়সাও কখনও দেয় না। তুই যদি দুরন্তপনা করিস, তা হলে কি চলে?'

গুরুদেবের কথায় ভাণ্ডারের দুষ্টুমি কিছুটা কমেছিল।

তেরো

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের বকাঝকার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি কাউকে কখনও আঘাত দিতে চাইতেন না। একবার প্রমথনাথ বিশী সম্পর্কে একটা নালিশ এল। এমন অবস্থা যে, তাকে না বকলেই নয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুরুদেব প্রমথনাথকে অনেকক্ষণ ধরে বকলেন। তিনি একটু থামলে প্রমথনাথ বললেন, 'কিন্তু ঘটনা হল আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।'

রবীন্দ্রনাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বললেন, 'বাঁচালি। তোকে বকাও হল আবার তুই কষ্টও পেলি না।'

চোদ্দো

একবার শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক নেপাল রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠালেন, 'আজকাল আপনি কাজে অত্যন্ত ভুল করছেন। এটা খুবই গর্হিত অপরাধ। এ জন্য কাল বিকেলে আমার এখানে এসে আপনাকে দণ্ড নিতে হবে।'

এ কথা শুনে চিন্তিত নেপালবাবু পরের দিন কবির কাছে উপস্থিত হলেন। আগের রাতে দুশ্চিন্তায় তিনি ঘুমাতেও পারেননি। সারাদিন ছটফট করেছেন। কি ভুল করেছেন তিনি!

বিকেল হওয়ার আগেই তিনি পৌঁছে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। নেপাল রায় এসেছেন শুনে রবীন্দ্রনাথ একটি মোটা লাঠি হাতে নিয়ে তাঁর সামনে এলেন। নেপালবাবুর তখন ভয়ে অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। তিনি ভাবলেন, এ বার সত্যিই বুঝি তাঁর মাথায় লাঠি পড়বে।

কবি তখন সেটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন আপনার দণ্ড! সে দিন আপনি এই লাঠিটা মানে এই দণ্ডটা আমার এখানে ফেলে গিয়েছিলেন। তা একদম ভুলে গেছেন।*

পনেরো

একবার এক ঘরোয়া আসর জমেছে। সবাই হাসি গল্পে মশগুল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, এ ঘরে একটা 'বাঁদোর আছে।'

সবাই এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করছেন। গুরুদেব কাকে বাঁদর বললেন!

ঠিক তখনই রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলেন, 'এ ঘরে দুটো দরজা আছে, মানে দোর। একটা ডান দিকে অন্যটা বাম দিকে। তাই বলছিলাম, এ ঘরে একটা বাঁদোর আছে।'

ষোলো

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভক্ত ও ছাত্রছাত্রীদের সামনে গান গাইছেন, 'হে মাধবী, দ্বিধা কেন?'

তখন ভৃত্য বনমালী আইসক্রিমের প্লেট নিয়ে তাঁর ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বনমালী ভাবছে ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ গান গাইছেন, এ সময় ঢুকলে উনি বিরক্ত হবেন কি না কে জানে!

গুরুদেব বনমালীর দিকে তাকিয়ে গাইলেন 'হে মাধবী, দ্বিধা কেন?'

বনমালী আইসক্রিমের প্লেট গুরুদেবের সামনে রেখে লজ্জায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বনমালীকে যদিও মাধবী বলা চলে না। তবে তার দ্বিধা মাধবীর মতোই ছিল। আর আইসক্রিমের প্লেট নিয়ে দ্বিধা করা মোটেই ভাল নয়।'

সতেরো

একবার রবীন্দ্রনাথ ঘুমোচ্ছেন। ঘরের জানালা খোলা। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আলোতে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ভৃত্য মহাদেবকে ডেকে বললেন, 'ওরে মহাদেব, চাঁদটাকে একটু ঢাকা দে বাবা।'

মহাদেব তো হতভম্ব। চাঁদ সে কী ভাবে ঢাকা দেবে?

গুরুদেব হেসে বললেন, 'জানালাটা বন্ধ করে দে, তা হলেই চাঁদ ঢাকা পড়বে।'

আঠারো

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কারের জন্য একটা কমিটি গঠন করে দিলে সেই কমিটি বাংলা বানানের পুরনো রীতি পালটে নতুন বানানরীতি চালু করে। এই কমিটি এই কাজ করতে গিয়ে 'গরু' বানান নিয়ে সমস্যায় পড়ে। কমিটি ঠিক করে যে 'গরু' বানানটি গরু না লিখে 'গোরু' লেখা উচিত। কারণ শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃতের 'গো' শব্দ থেকে এসেছে। আদিতে 'ও' কার, সে জন্য এখানেও 'ও' কার থাকা উচিত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, প্রায় সব বাংলাভাষী লেখক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সবাই 'ও' কার ছাড়া গরু বানান লেখেন। কিন্তু কী করা যায়! কমিটির সিদ্ধান্ত হল, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মত নেয়া দরকার। দেখা যাক, উনি কী বলেন। কমিটির প্রধান ছিলেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে কমিটির লোকজন চলল শান্তিনিকেতনে। সেখানে গিয়ে তাঁরা সাক্ষাত প্রার্থী হলেন কবির।

কবি তাঁদের আগমনের হেতু জানতে চাইলে তাঁকে বিষয়টি বোঝানো হল। বলা হল, আমরা আপনার মত জানতে এসেছি।

রবীন্দ্রনাথ কথাটা শুনে মৃদু হেসে বললেন, 'তা তোমাদের ও-কার দিয়ে গরু লেখার ব্যাপারে অন্তত একটা সুবিধেই হবে যে, আমাদের দেশের জীর্ণকায় হাড় জিরজিরে গরুগুলোকে অন্তত একটু মোটা ও তাজা দেখাবে!'

উনিশ

একবার এক ভদ্রলোক কবিতার দুটি লাইন নেওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কলম ধার চাইলেন। তিনি কলম চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এই কবিতার দ্বিতীয় লাইনটা জানেন? প্রথম লাইনটা হচ্ছে 'সকল পক্ষী মৎস্য ভক্ষী, মৎস্যরাঙ্গী কলঙ্কিনী'।

রবীন্দ্রনাথ কলমটা দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই জানি। লাইন দুটো দাঁড়াল এ রকম---

সকল পক্ষী মৎস্য ভক্ষী, মৎস্যরাঙ্গী কলঙ্কিনী। /সবাই কলম ধার চেয়ে নেয়, আমিই শুধু কলম কিনি!'

কুড়ি

কবিগুরু একবার কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে বাংলা মুলুকের বাইরে পাত্রী দেখতে গেলেন। পাত্রী খুব ধনী, সাত লাখ টাকার উত্তরাধিকারী। সে যুগে সাত লাখ টাকা যৌতুক, ভাবা যায়! তিনি যে ঘরে বসে আছেন, সে ঘরে দুজন অল্প বয়সী মেয়ে এসে বসল। এক জন চুপচাপ, সাধাসিধে, জড়ভরতের মতো এক কোণায় বসে রইল। অন্য মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি চটপটে, স্মার্ট। একটুও জড়তা নেই, সুন্দর ইংরেজি উচ্চারণ। পিয়ানো বাজাল দারুণ। সংগীত নিয়ে জ্ঞানগর্ভ টুকটাক আলোচনাও করল। রবীন্দ্রনাথের খুব পছন্দ হল মেয়েটিকে। এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর মেয়ে দুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, 'হিয়ার ইজ মাই ওয়াইফ। আর জড়ভরতকে দেখিয়ে বললেন, 'হিয়ার ইজ মাই ডটার।' পাত্রী দেখার দল বিস্ময়ে হতবাক!

একুশ

জীবনের শেষ দিকে এসে রবীন্দ্রনাথ একটু সামনের দিকে ঝুঁকে উবু হয়ে লিখতেন। একদিন তাঁকে ও ভাবে উবু হয়ে লিখতে দেখে তাঁর এক শুভাকাঙ্ক্ষী বলল, 'আপনার নিশ্চয় ও ভাবে উপুড় হয়ে লিখতে কষ্ট হচ্ছে। বাজারে এখন এ রকম অনেক চেয়ার আছে, যেগুলোতে আপনি হেলান দিয়ে বেশ আয়েশের সঙ্গে লিখতে পারেন। ও রকম একটা আনিয়ে নিলেই তো পারেন।' লোকটার দিকে খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, 'তা তো পারি। তবে কি জানো, এখন উপুড় হয়ে না লিখলে কি আর লেখা বেরোয়! পাত্রের জল কমে তলায় ঠেকলে একটু উপুড় তো করতেই হয়।'

বাইশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক গানের আসরে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আসরে গান গাইছেন বিখ্যাত ধ্রুপদ গানের শিল্পী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবি তার গান শুনে মুগ্ধ। গোপেশ্বরের গাওয়া শেষ হলে উদ্যোক্তারা* রবীন্দ্রনাথের* কাছে এসে অনুরোধ করলেন, 'গুরুদেব, এবার আপনাকে গান গাইতে হবে।' সেদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ শুধু গান শুনতেই গিয়েছিলেন। গান গাওয়ার কথা ছিল না।

উদ্যোক্তাদের অনুরোধ শুনে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, গোপেশ্বরের পর এবার দাড়িশ্বরের পালা।'

তেইশ

রবীন্দ্রনাথকে একবার এক ভদ্রলোক লিখলেন, 'আপনি কি ভূতে বিশ্বাস করেন?'

কবি উত্তরে লিখলেন, 'বিশ্বাস করি বা না করি, তাদের দৌরাত্ম্য মাঝে মাঝে টের পাই--- সাহিত্যে, রাজনীতিতে সর্বত্রই একেক সময় তুমুল দাপাদাপি জুড়ে দেয় এরা। দেখেছি। দেখতে ঠিক মানুষের মতো!'

চব্বিশ

একবার শান্তিনিকেতনে ওজন মাপার যন্ত্র কেনা হল। যন্ত্র দিয়ে ছেলেমেয়েদের একে একে ওজন নেওয়া হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা লক্ষ্য করছিলেন।

একেক জনের ওজন নেওয়া শেষ হলেই কবি তাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, 'কিরে, তুই কত হলি?'

এর মধ্যে একটি মেয়ের ওজন হল দুই মণ।

মেয়েটির বিয়ের কথা চলছিল, কবি তা জানতেন। মজা করে তিনি বললেন, 'কিরে, তুই এখনও দু'মন? এখনও এক মন হলি নে!'

পঁচিশ

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত নিয়মিত যেতেন গুরুদেবের কাছে। বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা করতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে হাসতে হাসতে বললেন, শরৎ তোমার জীবন সম্পর্কে লোকের বড় কৌতূহল। আমার জীবনস্মৃতির মতো তুমিও তোমার জীবনের কথা লেখো। সেই লেখা পড়ে বাংলার পাঠকসমাজ তোমার জীবন সম্বন্ধে জানতে পারবে।*

উত্তরে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বললেন, গুরুদেব, সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ আমার জীবন তো আপনার মত ভাল নয়। আগে থেকে বুঝতে পারিনি এত বড় হবো। তবে না হয় একটু বুঝে সমঝে ভাল হয়ে চলতাম। তা তো হয়নি। তাই এই জীবনে আমার আর জীবনী লেখা ঠিক হবে না। শরৎচন্দ্রের উত্তর শুনে রবীন্দ্র নাথ গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসলেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রাতর্ভ্রমণে ছিল না কোনও বিজেপি নেতাই!

ওঁর গায়ে এত পাপ লেগে আছে কেউ স্পর্শ করবে না : দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ওঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) গায়ে এত পাপ লেগে আছে কেউ স্পর্শ করবে না। এদিন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে বাজেপ্রতাপপুর বাজারে আসেন চা খেতে এবং সেখানেই এই মন্তব্য করেন তিনি।

তবে এদিন এক অন্য চিত্র লক্ষ্য করা যায়, প্রতিদিনের মতো এদিনও দিলীপবাবু আগাম ঘোষণা করেই প্রাতর্ভ্রমণে বের হন বর্ধমানের বাজেপ্রতাপপুর বাজারে। কিন্তু তাঁকে রিসিভ করার জন্য ছিল না কোনও বিজেপি ছোট বড় নেতাই। অগত্যা দিলীপবাবু বাজেপ্রতাপপুর বাজারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কাটোয়া রোড ধরে এগিয়ে যান হটুদেওয়ান এলাকায়। কিন্তু রাস্তায় তাঁকে রিসিভ করার জন্য হাজির ছিল না কোনও নেতাই। এরপর ফের ফিরে আসেন বাজেপ্রতাপপুর বাজারে উড়ালপুলের কাছে। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে তিনি উড়ালপুলের তলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যান বর্ধমান স্টেশনের ৮নং প্ল্যাটফর্মে। সঙ্গী তাঁর মেদিনীপুর থেকে আসা ৩জন আর নিরাপত্তারক্ষী। এই অবস্থায় দিলীপবাবু যখন ৮নং প্ল্যাটফর্ম এলাকায় ঘুরে বেড়ালেন সেই সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে তৃণমূলের টোটো ইউনিয়নের সদস্যরা কেউ কেউ আওয়াজ তুললেন দিলীপ ঘোষ গো ব্যাক। কেউ কেউ বললেন, 'জয় বাংলা'। কেউ কেউ বললেন, গোরুর দুধে সোনা খুঁজছে দিলীপ পাগল।

যদিও এরই মাঝে দিলীপবাবু বললেন 'চুপ কর পাগলা'। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনা যখন ঘটেছে তখন দিলীপবাবুর পাশে নেই কোনও বিজেপি কার্যকর্তা। এমনকি এই এলাকার মণ্ডল সভাপতিরও দেখা মেলেনি।

জানা গিয়েছে, দিলীপবাবু বাজেপ্রতাপপুর এলাকায় আসার পর এই এলাকার বিজেপির একাধিক নেতাকে ফোন করা হলেও কাউকেই পাওয়া যায়নি। অনেকেরই ফোন বন্ধ ছিল। কেউ কেউ ফোন তোলেননি। ফলে কার্যত এদিন রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন দিলীপবাবু। ৮নং প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে তিনি ফের বাজেপ্রতাপপুর বাজারে আসেন চা খেতে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর জন্য চায়ের দোকান লাগোয়া চেয়ার টেবিল পাতা থাকলেও এদিন তার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। বাধ্য হয়েই একটি চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে পড়েন দিলীপবাবু। তাঁর একজন সঙ্গী ছুটে গিয়ে নিয়ে আসেন এদিনের খবরের কাগজ। তাতেই চোখ বোলান ক্ষুব্ধ দিলীপ।

গো ব্যাক স্লোগান সম্পর্কে দিলীপবাবু বলেন, 'দু'-চার পিস আছে, পেটে লাথ পড়েছে তো এবারে। ৪ তারিখ অবধি সব আওয়াজ ঠান্ডা হয়ে যাবে। কারণ এই যে লুঠপাঠ চলছে, ওরা জানে আমি জিতলে এসব বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কোথাও কোথাও ঘেউ ঘেউ করছে সকালবেলায় একটু।' মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বিজেপির ক্ষমতা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চুল স্পর্শ করার। এব্যাপারে দিলীপবাবু বলেন, 'না না, ওঁকে স্পর্শ করব কেন? ওঁর গায়ে এত পাপ লেগে আছে কেউ স্পর্শ করবে না। ওঁকে সরাব আমরা ওখান থেকে। যাতে আর অপরাধ, অন্যায় করতে না পারেন। পশ্চিমবঙ্গকে অপরাধে ভরিয়ে দিয়েছেন। অন্যায়,দুর্নীতিতে ভরিয়ে দিয়েছেন। সেই জন্য ওঁকে বিদায় করতে হবে। সম্মানের সঙ্গে।' কী খাবো না খাবো বিজেপি ঠিক করছে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে দিলীপবাবু বলেন, 'কী খান কাউকে বলার দরকার নেই। ওঁরা কী খান? খালি কাটমানি আর তোলাবাজি করে। কাটমানি যাঁরা খান তাঁদের কী খাওয়া বাকি আছে। আর আমরা কাটমানি খাওয়াও বন্ধ করব।' মেদিনীপুর ছেড়ে বর্ধমানে প্রার্থী হওয়া মমতার কটাক্ষের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি ওঁকে বলে দিচ্ছি, উনি কেন গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে কান মোলা খেতে, নাকে ঝামা দিয়েছে। দিলীপ ঘোষ এখানে এসেছে জিততে, উনি তো হেরে এসেছেন। মেদিনীপুরের লোকজন ভালো করে দিয়ে দিয়েছে ট্রিটমেন্ট করে। আর কোনও দিন মেদিনীপুরে দাঁড়াবেন না। দিলীপ ঘোষ পশ্চিমবাংলার যে কোনও জায়গায় জিততে পারে, আর বর্ধমানে জিতে দেখাবে।'

তাঁর দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী কোনও দিন কোন হিসেব দেখাতে পারেননি বলে জানান তিনি, এই যে ২ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের টাকা হিসাব দেননি। আলুওয়ালিয়াজি পাই পাই হিসাব দিয়ে প্রেস ডেকে বলে দিয়েছেন। দম আছে ওঁদের? একজন এমপি দেখাক, সব লুঠপাঠ করেছেন। সেই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড় বড় কথা বলবেন না। বড় কথা বলার দিন চলে গিয়েছে, এখন হিসাব দিতে হবে আর হিসাব আমরা নেবই। ওঁর পশ্চিমবাংলার লোক ওঁর টিকিটে দাঁড়াতে চান না, পয়সা দিলেও দাঁড়ান না। তাই গুজরাট থেকে, বিহার থেকে লোক আনতে হয়, উনি বড় বড় কথা বলছেন কেন।'

পানীয় জলের সংকটের দাবি আরামবাগে কিছু ওয়ার্ডে, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সারা রাজ্যের সঙ্গে হুগলির আরামবাগেও তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে। তীব্র তাপপ্রবাহের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিচ্ছে। সেই ছবি দেখা গেল আরামবাগ পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে। এখানকার মানুষেরা বেশ কিছুদিন ধরেই পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন বলে দাবি। তাই পানীয় জলের দাবিতে তাঁরা সরব হন। স্থানীয়দের অভিযোগ, পানীয় জলের সংকটের কথা স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। বারবার বলা সত্ত্বেও পানীয় জল না পেয়ে এদিন তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, আরামবাগ পুরসভার দু' নম্বর ওয়ার্ডের চোংদারপাড়া এলাকায় ১৫ থেকে ২০ দিন ধরে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। তাঁদের দাবি, আরামবাগ পুর প্রশাসন ও কাউন্সিলরকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। দু' নম্বর ওয়ার্ড ছাড়াও আরামবাগ পুরসভার ১২, ১, ১৩, ১ নম্বর সহ বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। জানা গিয়েছে, পুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই ওয়ার্ডগুলি নির্দিষ্ট স্থানে পানীয় জলের জন্য ট্যাপ বসানো হলেও জল পড়ছে না। একেবারেই ধীর গতিতে পানীয় জল আসছে বলে দাবি ওই সমস্ত ওয়ার্ডের মানুষের। সামান্য একটি বালতি ভর্তি করতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লেগে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। তীব্র দাবদহে তাই অতি শীঘ্র পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য দাবি তুলছে এলাকার মহিলারা। তাঁদের দাবি, প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে জল আনতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

এই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোমা পণ্ডিত বলেন, 'যে সমস্ত এলাকায় জলের সমস্যা হচ্ছে সেখানে ইতিমধ্যে জলের গাড়ি পাঠানো হয়েছে। দু'নম্বর ওয়ার্ডের একটি জলের পাম্প বিকল হয়েছে সেটি সারাইয়ের কাজ চলছে। অতি দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে।' অপরদিকে আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, 'প্রচন্ড তাপপ্রবাহের জন্য ওয়াটার লেভেল অনেকটাই কমে গিয়েছে। আমরা জলের গাড়ি পাঠিয়ে সমস্যার সমাধান করছি।' সবমিলিয়ে এখন দেখার পানীয় জলের সংকট মেটাতে পুর প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়।

বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুতের জেরে মৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: সোমবার রাতভর তাণ্ডব চালিয়েছে প্রথম কালবৈশাখী ঝড়ের দাপট তার সঙ্গে বিদ্যুৎ এবং বজ্রপাত। সোমবার দুপুরের পর থেকেই শুরু হয় এর প্রভাব।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বজ্রপাত হয়ে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। মন্তেশ্বরে মারা গিয়েছেন নীলমণি মুর্মু (৫১), কাটোয়া১ এর উন্নতি মাঝি (৫২), কেতুগ্রাম১ এর বিশ্বনাথ থাণ্ডার (৬৮), সুস্মিতা সোরেন (৯) এবং রায়না ২ এর শংকর মাণ্ডি (৪৭)। সোমবার বিকেলে ৬টা ২০ নাগাদ কেতুগ্রামের পালিটা গ্রামের আদিবাসীপাড়ায় বজ্রাঘাতে মারা যান সুস্মিতা সোরেন। কাটোয়ার কামালবাগদি পাড়ার বাসিন্দা উন্নতি মাঝির মৃত্যু হয় বজ্রাঘাতে। কেতুগ্রামের পাণ্ডুগ্রামের খাটুন্দি গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ থাণ্ডারেরও মৃত্যু হয় বজ্রাঘাতে।

গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(রেজিঃ নং- ৫৮, তাং- ১৯-০৩-১৯৬৩)
গ্রাম- নসিবপুর, পোঃ- নসিবপুর, জেলা- হুগলী

স্মারক সংখ্যা- ১৩ **তাং: ০৭/০৫/২০২৪**

এতদ্বারা গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সকল সদস্য /সদস্যা বৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নং ৭৬, তাং ০৫/০৩/২০২৪, এর ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আগামী ০৯/০৬/২০২৪ তারিখ , রবিবার , ডেলিগেট/ প্রতিনিধি নির্বাচন হইবে। সকল সদস্য /সদস্যা বৃন্দকে উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে । নিম্নে আংশিক নির্বাচনী নির্ঘন্ট প্রকাশ করা হইল ।

---৪৫ জন প্রতিনিধির নির্বাচনী নির্ঘন্ট---

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	নির্বাচন ক্ষেত্র/ জোন
১	প্রতিনিধি নির্বাচন	০৯/০৬/২০২৪	বেলা ১১ টা হইতে বিকাল ৪ টা	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা	জোন-১ ও জোন-২
				গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি, দিয়াড়া শাখা	জোন-৩
				ভান্ডারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়	জোন-৪
২	নির্বাচনের ভোট গণনা	০৯/০৬/২০২৪	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা	জোন-১ ও জোন-২
				গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি, দিয়াড়া শাখা	জোন-৩
				ভান্ডারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়	জোন-৪
৩	নির্বাচনের ফল প্রকাশ	০৯/০৬/২০২৪	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর	উপরিউক্ত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সমূহ ও সমিতির মুখ্য কার্যালয়	

দ্রষ্টব্যঃ (১) একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের সদস্য/ভোটার শুধুমাত্র ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ভোটদান করতে পারবেন। (২) ভোটের দিন পরিচয়পত্র হিসাবে ভারতের নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত সচিত্র পরিচয়পত্রের যে কোন একটি অবশ্যই আনতে হবে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্বাচন এলাকা

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম ও নং	গ্রামের নাম	মোট সভ্য সংখ্যা	নির্বাচন যোগ্য প্রতিনিধির সংখ্যা	ভোট গ্রহন কেন্দ্র
১	জোন- ১	নসিবপুর, মোল্লাসিমলা	৮৬৪	১৭	মোল্লাসিমলা হাই মাদ্রাসা
২	জোন- ২	রসুলপুর, দুর্গারামপুর, ডাঁসী,	৪৩৬	৯	
৩	জোন- ৩	দিয়াড়া, গোবিন্দপুর, রামচন্দ্রপুর, মহম্মদপুর, পাহালামপুর, আজবনগর, বেড়।	৫৯৫	১২	গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি, দিয়াড়া শাখা
৪	জোন- ৪	পুরুষোত্তমপুর, সুন্দরপুর, ভাণ্ডারদহ, দেশাপাড়া।	৩৭০	৭	ভান্ডারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়

স্বাঃ/
(সৌমেন মিত্র)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটারনিং অফিসার
গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বাঃ/
(গৌরাঙ্গ চৌধুরী)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটারনিং অফিসার
গোবিন্দপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতন হয়েছে কিনা জানি না : পাপিয়া

ভিডিয়ো অরিজিনাল, বললেন শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সন্দেশখালিতে বিজেপি নেতার স্টিং ভিডিও ভাইরাল হতেই ক্রমশ সুর বদল। ভিডিয়োতে সন্দেশখালি-২ ব্লকের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা গিয়েছে, সন্দেশখালিতে মহিলাদের ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। মেয়েদের দিয়ে সাজিয়ে অভিযোগ করানো হয়েছে।

এ নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হতেই সন্দেশখালির এক প্রতিবাদী মুখ পাপিয়া দাস বলছেন, 'আমাদের আন্দোলন রাজনৈতিক ছিল না। কিছু মানুষের অত্যাচের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল। সেই আন্দোলন তৃণমূলের বিরুদ্ধেও ছিল না। ওখানে নারী নির্যাতন হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই।'

সন্দেশখালি আন্দোলনের প্রধান যে পাঁচ জন প্রতিবাদী ছিলেন তাঁরা হলেন রেখা পাত্র, পাপিয়া দাস, সুদেষ্ণা দাস, পিয়ালী দাস, সাগরিকা মণ্ডল। এই পাঁচ জনই উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত কাছারি ময়দানে চলতি বছরের ৬ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যে জনসভা হয়েছিল সেখানে সভাশেষে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কথা বলেছিলেন। পাপিয়া বলছেন, সেদিন প্রধানমন্ত্রীকে সন্দেশখালি শান্তি ফেরানোর আর্জি জানিয়েছিলেন। যাঁরা অন্যায় করেছেন তাঁদের শাস্তির দাবিতেই সরব হয়েছিলেন। পাপিয়া জানান, আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁর স্বামী জেল পর্যন্ত খেটেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরও তাঁর স্বামী জেল খেটেছেন। তাঁদের লড়াই ছিল জমি দখল, চাষের জমিতে নোনা জল ঢোকানো, লিজের টাকা না দেওয়া নিয়ে। কিন্তু এর বাইরে যোগ হয়েছিল নারী নির্যাতন। প্রতিবাদী পাপিয়া দাস জানান, নারী নির্যাতন হয়েছে কিনা তা তাঁর জানা নেই। তাঁর কথায়, 'এখানে শান্তি থাক, সবাই সুস্থ ও শান্তিতে বসবাস করুক। রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে ভেদাভেদ থাকতে পারে। সবাই যে যার আদর্শের রাজনীতি করুক। সন্দেশখালিকে রাজনৈতিকভাবে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করছে কোনও একটি রাজনৈতিক দল।' পাপিয়া জানান, তাঁর স্বামী সৈকত দাস আগে তৃণমূল করত বর্তমানেও তিনি তৃণমূল করছেন। তাঁর দাবি, সন্দেশখালির কিছু মানুষ হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে এখানকার মানুষকে আতঙ্কে রেখেছিল। তাদের বিরুদ্ধেই আন্দোলন ছিল। দল তাদের বহিষ্কার করেছে, পুলিশ রাজধর্ম পালন করেছে। কিন্তু বর্তমানে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র ও বিজেপিরর নেতারা যে ভাবে হুমকি দিচ্ছে, মিথ্যা অপপ্রচার করছে তাতে সন্দেশখালির মানুষ নতুন করে আতঙ্কিত।

রাজনৈতিক মহলের দাবি সন্দেশখালির ঘটনার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ এবং সরকারের সহযোগিতায় সেখানকার নানা সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। জমি ফেরত পেয়েছেন সেখানকার মানুষ। এদিকে সন্দেশখালির একসময়ের বেতাজ বাদশা অন্যতম অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান আগেও বলেছিলেন ষড়যন্ত্রের কথা। গত ২৩ এপ্রিল এই বসিরহাট কোর্টেই হাজির করানো হলে শাহজাহান কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। সেই শেখ শাহজাহান মঙ্গলবার ক্যামেরাবন্দি হয়েছেন খোশ মেজাজে। এদিন বসিরহাট আদালতে তোলার সময় স্টিং ভিডিয়ো নিয়ে সাংবাদিকদেক প্রশ্নের উত্তরে শেখ শাহজাহান বলেছেন ওই ভিডিয়ো ফেক নয়, অরিজিনালই।

হাইকোর্টের ভুয়ো বিচারপতির সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হাইকোর্টের ভুয়ো বিচারপতির সাজা ঘোষণা করলেন বিচারক। ভুয়ো আই কার্ড বানিয়ে নিজেকে বিচারপতি হিসেবে পরিচয় দেওয়া ওই ব্যক্তিকে এদিন দোষী সাব্যস্ত করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের বিচারক।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লক এলাকার বাসিন্দা চন্দন মোহন্ত। তিনি নিজেকে হাইকোর্টের বিচারপতি বলে পরিচয় দিয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বিভিন্ন চাকরি-প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তোলেন। এদিন বিচারক তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারক তাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের বিচারক।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী বলেন, '২০২০ সালের জুলাই মাসের ২৬ তারিখে গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের এক আধিকারিক অভিযুক্ত চন্দন মণ্ডলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের ভুয়ো বিচারপতির পরিচয় দিয়ে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি একটি ভুয়ো আই কার্ড দেখিয়ে নিজেকে হাইকোর্টের বিচারপতি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায় হরিরামপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে। দীর্ঘদিন ধরে ওই মামলাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের ফাস্ট কোর্টের বিচারক সন্তোষ পাঠকের এজলাসে চলার

পর এদিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক।'

উল্লেখ্য, বংশীহারী ব্লকের কুশকারী এলাকার বাসিন্দা চন্দন মোহন্ত। তিনি নিজেকে হাইকোর্টের বিচারপতি বলে পরিচয় দিয়ে হরিরামপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে তদানীন্তন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে চাপ দেন দু'জনকে ক্যাজুয়াল চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য।২০২০ সালে লকডাউনের মধ্যে চাকরির কথা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বলতে আসায় সন্দেহ হওয়ায় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক গঙ্গারামপুর মহাকুমার তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে খবর দেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ওৎ পেতে বসে থেকে ওই ভুয়ো ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরেন। এরপর হরিরামপুর পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সেই মামলাটি চলছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে। সেই মামলায় এদিন বিচারক তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

মাঠের আলে মহিলার দেহ, বজ্রপাতে মৃত্যুর দাবি পুলিশের

খুনের অভিযোগ লকেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে ব্যাগ। আর ঠিক তার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন মহিলা। পরনে সালোয়ার কামিজ। শরীরে নেই প্রাণ। আর সকাল-সকাল এইভাবে মহিলার দেহ পড়ে থাকতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মাঠের আলে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর এলাকাবাসী পাণ্ডুয়া থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানান, বজ্রপাতের ফলে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে তাঁর। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় পাণ্ডুয়া থানায় যান। সেখানে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর যেখানে মৃতদেহ পড়েছিল সেই মাঠে যান। গ্রামবাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন। লকেটের অভিযোগ, 'পুলিশ বলছে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ঘটনা তা নয়, পুলিশ কিছু তদন্ত করেনি। আমি আসব শুনে মৃতদেহ তুলে নেওয়া হয়েছে। মৃতদেহ কী করে আগে সরিয়ে দেবে সেই কাজ করেছে পুলিশ। মহিলার পরিচয় এখনও বের করতে পারেনি। এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'সঠিক তদন্ত না হলে বিজেপি আন্দোলনে নামবে।'

Kotalpur Vidyasagar Teachers Training College
(Recognized by NCTE, Affiliated to BSAEU & WBBPE)
Kotalpur, Kumrul, Hooghly, 712410, Ph. 03212 272348 / 9932690348

RECRUITMENT NOTICE

Application are invited for Principal, Assistant Prof. As Per NCTE Regulation for B.Ed & D.El.Ed. Section.
For B.Ed Section: Principal-01, Bengali-01, English-01, Geography-01, Sanskrit-01, History-01, Education-01, Political Science-01, Math-01, Physical Science-01.
For D.El.Ed. Section: HOD-01, Math-01, Science-01, Physical Education-01.
Apply within 10days through email- **kvttc1234@gmail.com**
Sd- Secretary

VIVEKANANDA MISSION B.ED COLLEGE
P.O: PIRPUR, ULUBERIA, DIST: HOWRAH
Recognised by NCTE Affiliated to BSEAU & WBBPE.

RECRUITMENT NOTICE

Application are invited from deserving candidates for D.El.Ed. Course as per NCTE Norms for post of: English(1), Bengali(1), Geography(1), History(1), Math(2), Life Science(1), Physical Science(1), Health & Physical Education(1).
Apply with C.V. and scan copy of all Mark Sheets & Aadhaar Card with Passport Photo. through Email:- **vrkm.pirpur@gmail.com** with in 12-05-2024.
Contact No:- 9434119041.
President.

A.C.R.C.F.E.R.D manages SUKDEV BRAHMACHARI INSTITUTE OF EDUCATION, Saguna, Kalyani, Nadia in need of following Teaching faculties & NTS. Application are inviting for Principal-1, Asst. Prof. in Perspectives Education-4, Mathematics-2, Physical Science-1, Life Science-1, Bengali-1, English-1, History-1, Geography-1, Education-1, Physical Education-1, Fine Arts-1, Performing Arts (Music)-1, Librarian-1 and Computer Lab Assistant for B.Ed section. Qualifications are as per NCTE/UGC/WBBPE/ BSAEU norms.
Contact:8777687305/9435072204.
Send CV with all doc with in three days to
Email: biswasnb1952@gmail.com

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড
CIN: L29307WB1990PLC048350
রেজিস্টার্ড অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক-পি, ৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ওয়েবসাইট : www.webelsolar.com ইমেল আইডি : investors@webelsolar.com

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেডের-অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বায়ক ১১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের সংশোধনী, যা অনুষ্ঠিত হবে ১১ মে ২০২৪ তারিখে।

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

উল্লেখ্য ১১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের অতিরিক্ত সাধারণ সভা আহ্বায়ক নোটিশ যা ১৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে ইমেল মারফত প্রেরণ করা হয়েছিল বিশেষ প্রস্তাব প্রেফারেন্সিয়াল ভিত্তিতে কনভার্টিবল শেয়ার ইস্যুর জন্য প্রমোটার/প্রমোটার গ্রুপের প্রতি, অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সভা ১১ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, সংশ্লিষ্ট ২০১৮ সালের সেবি (ইস্যু অব ক্যাপিটাল এবং ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর সংস্থান অধীনে সংশোধিত মতে "**রেলিভেন্ট ডেট অ্যান্ড আদার ক্লজেস**" সংশোধিত নোটিশ অবগতির জন্য ইস্যু করা হল।

উক্ত নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.webelsolar.com থেকে পাওয়া যাবে। উক্ত নথি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহ যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অব ইন্ডিয়া লিমিটেড www.bseindia.com এবং www.nseindia.com থেকেও পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট ইজিএম নোটিশের সংশোধনী ১১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের ইজিএম নোটিশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে প্রচারিত। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারকে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন বিষয়ে অবগত হতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইজিএম এর ১১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

যেহেতু বিষয়টি অবগত করা হয়েছে, কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল এর পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। **রিমোট ই-ভোটিং শুরু হচ্ছে সকাল ১০ টায় (আইএসটি) বুধবার ৮ মে, ২০২৪** এবং **শেষ হচ্ছে বিকেল ৫ টায় (আইএসটি) শুক্রবার ১০ মে ২০২৪ তারিখে।** পরবর্তীতে ই-ভোটিং মডিউল অকার্যকর করা হবে ১১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশে ক্রম নং ১৩ তে ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত প্রক্রিয়া দেওয়া হয়েছে।

যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থা ব্যবহার করবেন না তাদের জন্য ইজিএম ভেনুতে ভোটিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। যাহোক যে সকল সদস্য ইতিমধ্যেই বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারা সভায় অংশ নিতে পারবেন কিন্তু ভেনুতে ভোট দিতে পারবেন না।

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেমস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সোহন লাল আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০০১৮৯৮৯৮

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭.০৫.২০২৪

Cinerad Communications Limited

Corporate Identification Number: L92100WB1986PLC218825
Registered Office: : 80, Burtolla Street, Kolkata – 700007, West Bengal, India
Tel. No: +91-77199 13351 | **Website:** cineradcommunications.com | **Email:** cinerad@gttsolutions.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors (**"IDC"**) of Cinerad Communications Limited (**"Target Company"** or **"TC"**) under Regulation 26(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended (**"SEBI SAST Regulations"**) in relation to the open offer to the public shareholders of the Target Company (**"Open Offer"**) made by Pankaj Ramesh Samani (**"Acquirer-1"**), Kaushal Uttam Shah (**"Acquirer-2"**), UG Patwardhan Services Private Limited (**"Acquirer-3"**), Ganesh Natarajan (**"Acquirer-4"**), Uma Ganesh Natarajan (**"Acquirer-5"**), Manoj Manohar Panvelkar (**"Acquirer-6"**), Nitin Neminath Patil (**"Acquirer-7"**), And Basanta Kumar Swain (**"Acquirer-8"**) (Hereinafter, Collectively Referred to as **"Acquirers"**).

1.	Date	May 08, 2024
2.	Name of the Target Company (TC)	Cinerad Communications Limited
3.	Details of the Offer pertaining to TC	The Open Offer is being made by the Acquirer to the Public Shareholders to acquire up to 49,82,098 (Forty-Nine Lakhs Eighty-Two Thousand Ninety-Eight) Equity Shares of the face value of ₹10/- each for cash at a price of ₹ 10/- per Equity Share representing 26% of the Emerging Voting Capital of the Target Company at a price of ₹10/- per Equity Share, aggregating to a total consideration of ₹4,98,20,980 /- payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulations.
4.	Name(s) of the acquirers	Pankaj Ramesh Samani (**"Acquirer-1"**), Kaushal Uttam Shah (**"Acquirer-2"**), UG Patwardhan Services Private Limited (**"Acquirer-3"**), Ganesh Natarajan (**"Acquirer-4"**), Uma Ganesh Natarajan (**"Acquirer-5"**), Manoj Manohar Panvelkar (**"Acquirer-6"**), Nitin Neminath Patil (**"Acquirer-7"**), And Basanta Kumar Swain (**"Acquirer-8"**).
5.	Name of the Manager to the offer	**Vivro Financial Services Private Limited** Vivro House, 11, Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Center, Paldi, Ahmedabad – 380007. Gujarat. India. **Tel. No.:** +91 79 4040 4242 | **Email Id:** investors@vivro.net **Contact Person:** Shivam Patel | **Website:** www.vivro.net **SEBI Registration No.:** INM000010122 | **CIN:** U67120GJ1996PTC029182
6.	Members of the Committee of Independent Directors	1. Salil Sriram Shetty (Chairman) 2. Shantanu Jagannath Surpure (Member) 3. Ruchika Mehta (Member)
7.	IDC Member's relationship with the TC	• All IDC members are Non-Executive and Independent Directors of the Target Company. • None of the members of the IDC holds any Equity Share in the Target Company. • None of the members of the IDC has any contracts or any relationship with the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	No member of the IDC has traded in any of the Equity Shares/ other securities of the Target Company during the: 1. 12 (Twelve) months preceding the date of the PA. 2. Period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the acquirers	None of the members of IDC has any contract/ arrangement/ relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	Not Applicable
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC is of the opinion that the Offer Price of ₹10 per Equity Share is fair and reasonable in terms of the SEBI (SAST) Regulations. However, the Public Shareholders of the Target Company should independently evaluate the Open Offer and market performance of the Target Company's Equity Shares and make their own informed decisions with respect to the Open Offer.
12.	Summary of reasons for the recommendation	The members of the IDC have perused the following offer documents for recommendation on the Open Offer: 1. Public Announcement dated January 22, 2024 (**"PA"**), 2. Detailed Public Statement published on January 29, 2024 (**"DPS"**), 3. Draft Letter of Offer dated February 6, 2024 (**"DLoF"**) 4. Letter of Offer dated May 4, 2024 (**"LoF"**) Based on the review of the offer documents, the members of the IDC have considered the following factors for making the recommendations: 1. The Acquirers intends to support the management of the Target Company in their efforts towards the sustained growth of the Target Company. 2. The Acquirer shall be classified as the promoter of the Target Company and the existing promoters shall cease to be promoter of the Target Company in accordance with SEBI (SAST) Regulations and SEBI (LODR) Regulations. 3. The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded on BSE in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI SAST Regulations. 4. The Offer Price is in accordance with 8(1) and 8(2) of the SEBI SAST Regulations.
13.	Disclosure of voting pattern	The recommendations were unanimously approved by the members of IDC.
14.	Details of Independent Advisors, if any.	None
15.	Any other matter(s) to be highlighted	None

"To the best of our knowledge and belief, after making the proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by the omission of any information or otherwise and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI SAST Regulations."

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Cinerad Communications Limited
Sd/-
Salil Sriram Shetty
Chairman- Committee of Independent Directors

Place: Kolkata
Date: May 07, 2024

AdBaaz

বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মালদার দু'টি লোকসভায় নির্বিঘ্নে ভোট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অবশেষে তীব্র দাবদহ থেকে ভোটের দিন নিস্তার পেল মালদার মানুষ। রীতিমতো শীতল আবহাওয়ায় বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের ভিড় উপচে পড়ল। পাশাপাশি দুই থেকে তিনটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সার্বিক ভাবে মালদার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন সম্পন্ন হল নির্বিঘ্নে। যদিও এদিন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের রতুয়া বিধানসভার চাঁদমনি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাটনা এলাকায় বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তৃণমূল এবং কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে এই বোমাবাজির অভিযোগ করেছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির দাবি, রতুয়ার বাটনা এলাকায় কংগ্রেসিরা বোমাবাজি করে সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা করেছে। পালটা উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম দাবি করেন, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাটনা এলাকায় বোমাবাজি করেছে। ভোটারদের ভয় দেখিয়েছে।

অন্যদিকে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সুজাপুর বিধানসভার গয়েশবাড়ি এলাকায় তৃণমূল পরিচালিত গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী তথা সংশ্লিষ্ট দলের অঞ্চল কমিটির সহ-সভাপতি কামাল হাসান এবং তাঁর দাদা জুনেদ আলি সহ তিনজন কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলায় আক্রান্ত হন বলে দাবি। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় সুজাপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। এছাড়াও রতুয়ার চাঁদমনি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হলদিবাড়ি এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের লাঠিপেটা করার অভিযোগ ওঠে কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে।

চাঁদমনি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের উপপ্রধান মনসুর আলির দাবি, 'হলদিবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে স্থানীয় কংগ্রেসিরা ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তার প্রতিবাদ আমরা করেছিলাম। তখনই হঠাৎ করে কর্তব্যরত কেন্দ্র বাহিনী আমাদের ধাওয়া করে। এমনকি কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ঢুকে লাঠিপেটা করা হয়।' পুরো বিষয়টি নিয়ে তাঁরা দলের জেলা নেতৃত্বকেও জানিয়েছেন বলে দাবি করেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকেই গরমের দাপট কম থাকার কারণে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের ভোট দেওয়ার আগ্রহ দেখা গিয়েছে। সকাল ৯টায় ১৮ শতাংশ ভোট পড়ে দু'টি লোকসভা কেন্দ্রে। সকাল ১১টায় ৩৩ শতাংশ ভোট হয়। বিকেল তিনটেয় দু'টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট ৬১ শতাংশে গিয়ে পৌঁছয়। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শেষ পাওয়া সূত্র অনুযায়ী মালদার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের গড় হিসেবে ভোট পড়েছে ৮০ শতাংশ।

এদিকে এদিন সকাল আটটায় মোথাবাড়ির বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন নিজের ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন। একই ভাবে কোতুয়ালিতেও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুর ভোট দিয়েছেন। দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানও কালিয়াচক ২ ব্লকের তোফিক গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেন।

উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাহনাওয়াজ আলি রায়হান বলেন, 'দু'টি লোকসভা কেন্দ্রে খুব ভালো ভোট হয়েছে। মানুষ উৎসবের মতো ভোট দিয়েছে। তাতেই আমরা মনে করছি এবারে বিপুল ভোটে তৃণমূলের জয় হবে।' উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু এবং শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, 'এদিন গরম কম ছিল। ফলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোটকেন্দ্রগুলিতে ভোট দিয়েছে। এবারে দু'টি লোকসভা কেন্দ্র বিজেপি দখল করবে।' উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসের প্রার্থী মোস্তাক আলাম এবং ইশাখান চৌধুরী বলেন, 'মালদায় গনিখানের গড় এবারে কংগ্রেস ধরে রাখবে। শতাংশের নিরিখে ভালো ভোট হওয়ায় দু'টি কেন্দ্র থেকে আমরা জয়ের আশা রাখছি।'

১০ ভোটারকে মৃত বলে উল্লেখের দাবি, ভোট দিতে না পারায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভোট দিতে গিয়ে ভোটার তালিকা দেখে জানতে পারলেন তিনি নাকি মৃত! আর প্রিজাইডিং অফিসারের এমন কথা শুনে কেঁদে ফেললেন ৩২ বছর বয়সি এক গৃহবধূ রাখি দাস। এনআরসি নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে রাখিদেবীর। ঠিক একই ভাবে আরও প্রায় ১০ জন ভোটারকেও তালিকায় মৃত হিসাবেই দেখানো হয়েছে বলে দাবি। আর এই ঘটনার সামনে আসতেই রীতিমতো শোরগোল শুরু হয় ইংরেজবাজার পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের গয়েশপুর এলাকায়।

ভোটারদের দাবি, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে যাওয়ার সময় প্রায় ১০ জন জানতে পারেন তাঁদের তালিকায় মৃত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভুল কার, তা নিয়ে শুরু হয় সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ। যদিও কর্তব্যরত প্রিজাইডিং অফিসার জানিয়ে দেন ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম মৃত থাকায়, এবারের মতো ভোট দিতে পারবেন না তাঁরা। নতুন করে ভোটার কার্ডে নাম তুলতে হবে। ইংরেজবাজারের এই ঘটনাকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপির অভিযোগ, শাসকদল তৃণমূলের কারচুপিতে এই নামগুলি বাদ গিয়েছে। পালটা জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব ভোটার তালিকা নাম ভুল থাকার ক্ষেত্রে বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মালদা দু'টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। এদিন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইংরেজবাজার পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের গয়েশপুর এলাকার ৮৭ নম্বর বুথে ভোট দিতে গিয়ে গৃহবধূ রাখি দাস (৩২) জানতে পারেন, ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই, তিনি মৃত। আর এই ঘটনা জানতে পেরে রীতিমতো ভোট কেন্দ্রের সামনে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ওই গৃহবধূ। ঠিক একই ভাবে পরপর আরও বেশ কয়েকজন ভোটার যাঁদের মধ্যে রয়েছেন গয়েশপুর এলাকার বাসিন্দা বৃদ্ধা অনিমা পোদ্দার (৬২) এবং চিত্তরঞ্জন কুণ্ডু (৮০) তাঁরাও নিজেদের নামের ভোটার তালিকায় মৃত জানতে পেরে রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েন। পাশাপাশি আরও ১০ জনকে ভোটার তালিকায় মৃত বলে জানানো হয়। আর তারপরেই শুরু হয় ওই ভোটকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ।

গৃহবধূ রাখিদেবী বলেন, 'আমার স্বামী সরকারি কর্মচারী। ভোটের ডিউটিতে বাইরে রয়েছেন। আমি এদিন ভোট দিতে এসে অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। বুথে ঢুকে ভোট দিতে যাওয়ার সময় প্রিজাইডিং অফিসার আমাকে বলেন ভোটার তালিকায় আমাকে মৃত দেখানো হয়েছে। তাই ভোট দিতে পারব না। অথচ গত বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছি। হঠাৎ করে এমনটা কেন হল কিছুই বুঝতে পারছি না। ভোট কেন্দ্র থেকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হল, নতুন করে ভোটার কার্ড করতে হবে।' আর এই ঘটনার পরেই এনআরসি আতঙ্ক তৈরি হয়েছে গৃহবধূ রাখি দেবীর মনে।

গয়েশপুর এলাকার বাসিন্দা বৃদ্ধ চিত্তরঞ্জন কুণ্ডুর দাবি, '৮০ বছর বয়সেও আমি ভোট দিতে আসছি। কোনও বার এমন ঘটনা ঘটে নি। এবারই দেখছি ভোট দিতে এসে আমাকে মৃত দেখানো হয়েছে। এটা প্রশাসনের ভুল। বয়সজনিত কারণে ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারি না। এই পরিস্থিতিতে এখন কী ভাবে নতুন করে ভোটার কার্ড করব বুঝতে পারছি না, এব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত।'

জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি জানিয়েছেন, ওই এলাকায় বিজেপির ভালো ভোট রয়েছে। তাই ইচ্ছাকৃত ভাবে অনেক ভোটারের ভুলভাল তালিকা করা হয়েছে। দশজনেরও বেশি ভোটারকে মৃত দেখানো হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে শাসকদল তৃণমূল দায়ী। জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি বাবলা সরকার জানিয়েছেন, ভোটার তালিকায় সম্পূর্ণ তদারকি রয়েছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনেব । বিজেপি যে অভিযোগ করছে তার কোনও ভিত্তি নেই। এই ঘটনার পিছনে বিজেপির মদত আছে।

উলুবেড়িয়ায় আসা সন্দেশখালির মহিলাদের লঞ্চে ডায়মন্ড হারবারে পাঠানোর দাবিতে ক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: সন্দেশখালি থেকে উলুবেড়িয়ায় আসা মহিলাদের আটক করে সন্দেশখালি উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবিতে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানা চত্বরে। প্রচুর বিজেপি সমর্থক থানায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে সন্দেশখালি থেকে একদল মহিলা উলুবেড়িয়া এসে পৌঁছন যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সন্দেশখালির অত্যাচার মানুষের কাছে তুলে ধরা। সোমবার রাতে উলুবেড়িয়ার একটি ম্যারেজ হলে তাঁরা এসে উপস্থিত হন এবং রাত যাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। খবর পেয়ে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ রাতের অন্ধকারে ওই ম্যারেজ হলে হানা দেয় এবং মহিলাদের পরিচয়পত্র দেখতে চায় এবং যাচাই করে। বিজেপি সমর্থিত দুর্গা বাহিনীর সদস্য ওই মহিলারা নিজেদের পরিচয়পত্র দেখান এবং পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের কথা হয়।

মঙ্গলবার সকাল আটটার মধ্যে ওই এলাকা ছেড়ে দিতে হবে বলে কথা হলেও ফের রাত দুটো নাগাদ পুলিশ গিয়ে ওই মহিলাদের ম্যারেজ হল থেকে তুলে নিয়ে এসে থানায় রাখে এবং মঙ্গলবার সকালে তাঁদের লঞ্চে করে ডায়মন্ড হারবারের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেয় বলে দাবি। এদিকে মহিলাদের আটক হওয়ার ঘটনায় বিজেপির নেতৃত্ব তুমুল অসন্তোষ প্রকাশ করে ও রাজ্য বিজেপির মহিলা সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র এবং রাজ্য নেতা উমেশ রাইয়ের নেতৃত্বে মঙ্গলবার দুপুরে প্রচুর বিজেপি কর্মী সমর্থক জড়ো হলে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে উলুবেড়িয়া থানার আইসির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হবে এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সন্দেশখালির ঘটনা কোনও প্রভাব ফেলবে না, দাবি বসিরহাটের প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: সন্দেশখালির ঘটনা কোনও প্রভাব ফেলবে না। যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তাতে বিজেপির চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে। জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত জেলাশাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে এমনই মন্তব্য করলেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হাজি শেখ নুরুল ইসলাম।

এদিন দুপুরে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন। পরে তিনি বলেন, 'সন্দেশখালি নিয়ে বড় চক্রান্ত করেছে বিজেপি ও সিপিএম। তদন্ত চলছে, আমরা চাই সত্য উৎঘাটন হোক।' ভাইরাল ভিডিয়োর সত্যতা সমর্থন করে বলেন, 'সন্দেশখালির মহিলাদের নিয়ে বিজেপি যে নক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। দলের উচ্চ নেতৃত্ব বিষয়টি দেখছেন। তাই ওই বিষয়ে বেশি মন্তব্য করব না। তবে সন্দেশখালির মহিলাদের যে সম্মানহানির বিজেপি করছে ভবিষ্যতে তার খেসারত দিতে হবে। আমি নিজে একাধিকবার সন্দেশখালিতে গিয়েছি, সেখানকার মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা এই কুৎসার জবাব আগামী দিনে ভোট বাক্সে দেবে। ফলে তৃণমূলের জয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

সিউড়ি করিধ্যার তেতুলতলা মোড় থেকে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যের সমর্থনে রোড শো করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার উপস্থিত দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বীরভূমের দুটি সিট মোদীজিকে উপহার দিতে এবং জেলাবাসীর মঙ্গলকামনার্থে মঙ্গলবার সিদ্ধপীঠ তারাপীঠে মা তারার পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বম্ব স্কোয়াড সহ তল্লাশি অভিযান আরামবাগ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডের পড়েই নড়েচড়ে প্রশাসন। রীতিমতো আরামবাগ মহকুমার বেশ কয়েকটি জায়গায় বম্ব স্কোয়াড নিয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করে আরামবাগ পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার আরামবাগ ব্লকের আরাম্ভী এক নম্বর অঞ্চলের সাতমাসা এলাকা

সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে পুলিশ ও বম্ব স্কোয়ার্ডের আধিকারিকরা আসেন।

প্রসঙ্গত, হুগলিতে ভোটগ্রহণ আগামী ২০ মে। তার আগে 'ভোট সন্ত্রাসের' প্রশ্ন আরও একবার মাথাচাড়া দিয়েছে। সোমবার সকালে পাণ্ডুয়ার তিন্নার বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বোমা ফেটে কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় হুগলি জেলা। আর এরপরেই নড়ে চড়ে বসেছে পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আরামবাগ মহকুমাজুড়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি। এদিন আরামবাগের আরাম্ভী এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতমাসা এলাকা সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে বম্ব স্কোয়াড তল্লাশি চালায়।

এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, লোকসভা নির্বাচনের আগে যাতে কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই জন্য এই তল্লাশি শুরু হয়েছে। আরামবাগ মহকুমায় যে সমস্ত জায়গায় আগে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল সেই সমস্ত জায়গাগুলি বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে।

দিনভর নিজের কেন্দ্র চষে বেড়ালেন মহম্মদ সেলিম

বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: দিনভর নিজের কেন্দ্র চষে বেড়ালেন মহম্মদ সেলিম। সকাল থেকে যেখানেই ভোটদানে বাধা আর অশান্তির খবর পেয়েছেন সেখানেই হাজির হয়েছেন। বুথে ঢুকে দু'জন ভুয়ো এজেন্টের অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

জায়জায় জায়গায় শুনতে হল গো ব্যাক স্লোগান। দু'জায়গায় মেজাজ হারালেন মহম্মদ সেলিম। তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি সহ দু'জনকে ঘার ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগও উঠল। দুপুর বারোটা নাগাদ ডোমকল বাজারে লাল তরমুজ খান। এদিন সকাল আটটা নাগাদ বহরমপুরের এক হোটেল থেকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের দিকে রওনা দেন মহম্মদ সেলিম। রানিনগর-২ ব্লকে গণ্ডগোলের খবর পেয়ে সেখানে যান। ইসলামপুর পঞ্চায়েতের ৩৬ নম্বর বুথে ঢুকে এক ভুয়ো এজেন্টকে চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ভুয়ো এজেন্টকে। এরপর সোজা চলে যান লোচনপুর পঞ্চায়েতের নওদাপাড়া পঞ্চায়েতের ৪০ নম্বর বুথে। সেখানে তৃণমূলের বুথ সভাপতি হিটলার সরকারের সঙ্গে বিতর্কে জড়ান। হিটলার সরকার পুলিশের কাছে সেলিমের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ জানান। সেলিমকে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান তোলেন তৃণমূল সমর্থকরা। নওদাপাড়ার ৬৩ নম্বর বুথ থেকে আজিমুদ্দিন শেখ নামে এক ভুয়ো এজেন্টকে বের করে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

আজুলিনুদ্দিন দাবি করেন, তিনি বুঝতে পারেননি। এরপর সেলিমের কনভয় ছোটে লোচনপুর পঞ্চায়েতের মোহনপুরে। সেখানেও সেলিমকে ঘিরে ওঠে গো ব্যাক স্লোগান। ফের স্থানীয় তৃণমূল নেতার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান। তৃণমূল নেতা মাসাদুল শেখকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে জঙ্গলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল খোদ সেলিমের বিরুদ্ধে। মোহনপুরের ৩৯ নম্বর বুথেও সেলিমকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। এরপর পাহাড়পুর, টেঁকা রায়পুর হয়ে ডোমকলে ঢুকে তরমুজে স্বস্তির কামড় দেন। খোশ মেজাজে জানান, লাল থাকলেই শান্তি দেয়। লাল-সবুজের কম্বিনেশনও ভালো। মহম্মদ সেলিম খোশ মেজাজে ক্রিকেটও খেললেন এদিন।

দুপুরে ডোমকলের গড়াইমারি, ঘোড়ামারা, যুগিন্দার কয়েকটি বুথ পরিদর্শন করে সোজা চলে যান নদিয়ার করিমপুরে। দুপুরের খাবার সেখানেই খান। বুথ পরিদর্শন করে হরিহরপাড়া আসেন। দিনভর কার্যত নিজের লোকসভা কেন্দ্র দাপিয়ে বেড়ালেন মহম্মদ সেলিম। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ঘটলেও ডোমকল এবার রক্তপাহীন নির্বাচন দেখল।

উন্নয়নের দাবিতে ভোট বয়কট অরন্ধন মহিলা ভোটারদের

বিভিন্ন সমস্যার প্ল্যাকার্ড নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এলাকার উন্নয়নের দাবিতে ভোট দিতে গেলেন না এক হাজারেরও বেশি ভোটার। এমনকি অরন্ধন পালন করে গ্রামের রাস্তায় মহিলা ভোটাররা হাতে এলাকার সমস্যার প্ল্যাকার্ড নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন। জেলা প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের কর্তব্যরত অফিসাররা ঘটনাস্থলে গিয়ে ভোটারদের বুঝিয়েও ভোটমুখী করতে পারেননি বলে দাবি। মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনের সময় উত্তর মালদার হবিবপুর ব্লকের মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২২ নম্বর বুথেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বুথে ১৩৮১ জন ভোটার রয়েছে। তাঁরাই এদিন এলাকার রাস্তা, পরিশ্রুত পানীয় জল সহ একাধিক দাবি নিয়েই ভোট বয়কট করেন। এমনকি মহিলারা ভোটাররা এদিন সকাল থেকে রীতিমতো অরন্ধন পালন করে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। এদিন বিক্ষোভকারী মহিলা ভোটার সুজাতা মণ্ডল, রেবতী মণ্ডল, দেবিকা হালদারদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের রাস্তা খারাপ। পানীয় জলের অভাব রয়েছে। পাকা সেতুর অভাবে নদীপথে নৌকো নিয়ে চলাচল করতে হয়। বিগত নির্বাচনগুলিতেও এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এসে নানান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাই এবারে বাধ্য হয়ে ভোট বয়কটের পথে নামতে হয়েছে। এদিন অবস্থান বিক্ষোভের মাধ্যমেই ভোট বয়কট করা হয়। যদিও এদিন এই ঘটনাটি ঘিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল পুলিশ। ৬৬৪ বোতল এমকে ড্রিল ও ৩৯৭০ ট্যাপেন্টাডল স্ট্রিপস উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এক মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত গোটাহার এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম হবিবুর রহমান (৫৩)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোটাহার এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্র, সাব ইন্সপেক্টর পার্থ ঝাঁর নেতৃত্বে ওই এলাকায় অভিযান চালায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। অভিযান চালানোর সময় অভিযুক্ত হাবিবুর রহমানের বাড়ি থেকে প্রায় ৬৬৪ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত থাকার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। গঙ্গারামপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত হাবিবুর রহমানকে মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, ধৃত ব্যক্তিকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে রাখা হচ্ছে।

পানীয় জলের দাবিতে সিএইচপি প্রজেক্টের কাজ বন্ধ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: একে তীব্র গরম তার ওপর জল সংকট। কয়েক বছর ধরেই তীব্র জল সংকটে ভুগছেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বহুলা গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাঁদের গ্রামের এই জল সংকটের জন্য প্রধানত দায়ী ইসিএল কর্তৃপক্ষ। ইসিএলের খোলামুখ খনির কারণেই জল সংকট গ্রামে। পানীয় জলের দাবিতে মঙ্গলবার বগুলা গ্রামের বাসিন্দারা বগুলা কোলিয়ারির সিএইচপি সাইডিংয়ে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বন্ধ করে দেন কোলিয়ারির সিএইচপি প্রজেক্টের কাজ। গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের জেরে আন্দোলন বন্ধ করতে ঘটনাস্থলে ইসিএলের তরফে প্রচুর সিআইএসএফ বাহিনী নামানো হয়।

বগুলা গ্রামের বাসিন্দা অমিত মণ্ডলের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কোলিয়ারির জিএমকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে। কিন্তু তিনি কোনও কথায় কর্ণপাত করেননি। গ্রামবাসীরা ইসিএলের তরফে প্রস্তাব রেখেছিলেন এলাকায় দু'টি বোরহোল করে জলের সমস্যার সমাধান করতে, কোলিয়ারির জিএম গ্রামবাসীদের সেই প্রস্তাবের সম্মতি দিয়েছিলেন কিন্তু আজও কোনও কাজের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করেন অমিতবাবু। আর সেই কারণেই এদিন প্রজেক্ট

বন্ধের পথে নেমেছেন বলে দাবি গ্রামবাসীদের। তাঁদের দাবি, যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রামের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হচ্ছে, তাঁদের আন্দোলন চলবে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন তৃণমূল নেতা বীরবাহাদুর সিং। পিরু কোলিয়ারির সঙ্গে কথা বলেন পাশাপাশি গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেন জলের সমস্যার সমাধান শীঘ্রই হবে বলে। স্থানীয় নেতার আশ্বাসে আপাতত বিক্ষোভ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।

প্রথমবার মুসলিমদের ভোট চাইলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৭ মে: লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন প্রথমবার সংখ্যালঘু মুসলিমদের কাছে সরাসরি ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি বললেন, ‘প্রথম বার আমি মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে আর্জি জানাচ্ছি। আপনারা আত্মসমীক্ষা করুন। নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভাবুন।’

২০২৪ সাধারণ নির্বচনের ৩ পর্বের ভোট মঙ্গলবারই মিটল। তিন পর্বে অর্ধেকের বেশি আসনে ভোটগ্রহণ হয়ে গেল। তৃতীয় পর্বের ভোটের ঠিক আগের দিন এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বললেন, ‘আমি মুসলিম সমাজকে বলছি, শিক্ষিত মুসলিমদের বলছি। আপনারা ভাবুন, আত্মসমীক্ষা করুন। আপনারা এত পিছিয়ে কেন? এই দুর্দশার কারণ কংগ্রেস নয় তো? আপনারা যে ভাবেন আমরাই কুরসিতে বসাই, আমরাই সরাই, এতে নিজের সন্তানের ক্ষতি করছেন না তো?’

মোদির দাবি, ‘আজ গোটা দুনিয়ার মুসলমানরা বদলে যাচ্ছে। আরব দেশগুলিতেও এখন যোগ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। আরবের বহু দেশে যোগ এখন পাঠক্রমে পড়ানো হয়। অথচ এখানে আমি যোগশিক্ষার কথা বললেই হিন্দু-মুসলমান করা হবে।’ মুসলিম সমাজের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আবেদন, ‘আপনারা বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করুন। বিজেপির পার্টি অফিসে আসুন। আপনাদের ভুল ধারনা মন থেকে সরান। কেউ আপনাকে তাড়িয়ে দেবে না।’ দেশের অর্ধেক আসনে ভোটগ্রহণ হয়ে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর এ হেন বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

কাশ্মীরে সেনা অভিযানে খতম লস্করের শীর্ষ কম্যান্ডার-সহ ৩ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৭ মে: বায়ুসেনার কনভয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় উত্তপ্ত ভূস্বর্গ। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার জম্মু ও কাশ্মীরে কড়া হাতে জঙ্গি দমনে নামল সেনা। মঙ্গলবার কুলগামে সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াইয়ে খতম হল এক লস্কর কম্যান্ডার-সহ ৩ জঙ্গি। জানা গিয়েছে, লস্করের ওই শীর্ষ কম্যান্ডারের নাম বাসিত দার। উপত্যকায় একাধিক সন্ত্রাসের ঘটনায় সরাসরি অভিযুক্ত এই জঙ্গি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্তগোটা এলাকা ঘিরে ফেলে জঙ্গিদের খোঁজে এখনও চলছে অভিযান।

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলগামের রেডওয়ানি পায়েন এলাকায় বেশ কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে আঁটঘাট বেঁধে অভিযানে নামে যৌথবাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। প্রকাশ্যে আসা এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযানে নেমেছে নিরাপত্তাবাহিনী। জানা যাচ্ছে, সেনা উপস্থিতি টের পেয়ে এবং পিছু হঠবার জায়গা না থাকায় মরিয়া হয়ে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেন জওয়ানরাও। সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে ৩ জঙ্গি। মৃতদের মধ্যে রয়েছে লস্করের অন্যতম মাথা বাসিত দার। নিরাপত্তারক্ষীদের হিট লিস্টে থাকা বাসিতের মৃত্যু বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে সেনা। এই অভিযানে সেনার দিক থেকে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, দেশের বাকি রাজ্যগুলির পাশাপাশি গণতন্ত্রের উৎসব চলছে জম্মু ও কাশ্মীরে। সেই নির্বাচন বানচাল করতে সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা। গত ৪ মে পুঞ্চের সুরানকোট এলাকায় বায়ুসেনার কনভয়ে হামলা চালায় জঙ্গিরা। সেই ঘটনায় শহিদ হন ১ বায়ুসেনা জওয়ান। আহত হন আরও ৪ জন।

জানা গিয়েছে, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে সেনা কনভয়ে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। ইতিমধ্যেই হামলায় সন্দেহভাজন দুই জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে সেনার তরফে জঙ্গিদের সন্ধান দিতে পারলে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি উপত্যকার অন্যান্য অংশেও সন্ত্রাস দমনে কোমর বেঁধে নামল সেনাবাহিনী।

চিনের হাসপাতালে আততায়ীর ছুরির কোপে মৃত অন্তত ১০

বেজিং, ৭ মে: আততায়ীর হামলায় রক্তাক্ত চিন। মঙ্গলবার দক্ষিণ চিনের ইউনান প্রদেশের এক হাসপাতালে ছুরি নিয়ে ঢুকে পড়ে এক ব্যক্তি। এলোপাথাড়ি কোপ মারতে সেখানকার মানুষদের। এই হত্যাকাণ্ডে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু।

সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে খবর, এদিন স্থানীয় সময় দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ ইউনানের একটি হাসপাতালে ছুরি হাতে ঢুকে পড়ে এক ব্যক্তি। সামনে যাকে পায় এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। ছুরির আঘাতে এখনও পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই হামলায় আহতও অন্তত ২১। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করেছে ওই প্রদেশের প্রশাসন।

জানা গিয়েছে, ঘটনার সময়ের একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে। ইতিমধ্যে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও খবর মিলেছে। তবে কী কারণে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে তা এখনও পরিষ্কার নয়। ভয়াবহ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এটাই প্রথমবার নয়। গত বছরের অগস্ট মাসেও ইউনানের একটি শহরে ছুরি নিয়ে হামলা চালিয়েছিল এক ব্যক্তি। সেই ঘটনায় দুজন প্রাণ হারিয়েছিলেন। ওই কাণ্ডের তদন্তে জানা গিয়েছিল, ওই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ পুতিনের

মস্কো, ৭ মে: রেকর্ড ভোটে জয়লাভ করে ফের রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার পঞ্চমবারের জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিলেন তিনি। ফলে আগামী ছয়বছরের জন্য রাশিয়ার ক্ষমতার রাশ তাঁর হাতেই রইল। এই সাফল্যের জন্য দেশের নাগরিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুতিন।

রয়টার্স সূত্রে খবর, গ্র্যান্ড ক্রেমলিন প্রাসাদে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চিরাচরিত রাজকীয় ভঙ্গিতে লাল কার্পেটে হেঁটে আসেন পুতিন। তারপর তিনি প্রবেশ করেন সেন্ট অ্যান্ড্রু’স থ্রোন হলে। কক্ষটিতে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের আইন প্রণেতারা এবং সাংবিধানিক আদালতের বিচারপতিরা। ছিলেন বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও। তবে অনুষ্ঠানটি বয়কট করে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক দেশ।

এদিন রুশ সংবিধানের বিশেষ অনুলিপিতে হাত রেখে দেশ ও জনগণের সেবা করার শপথ নেন পুতিন। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলেন, ‘আমরা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ। আমরা সকলে মিলে আগামিদিনের সব বাধা অতিক্রম করব। আমরা আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করব। এবং একসঙ্গে সমস্ত লড়াইয়ে জয়লাভ করব।’ শপথের পর রাশিয়ার প্রধান বিচারপতি ভ্যালেরি জরকিন পুতিনকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেন।

বলে রাখা ভালো, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বিরোধী নেতা তথা পুতিনের সমালোচক অ্যালেক্সেই নাভালনির মৃত্যু-সহ একাধিক বিতর্কের মাঝেই চলতি বছরের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। ফলপ্রকাশের পর দেখা যায় পুতিনের ঝুলিতে রয়েছে ৮৭.৮ শতাংশ ভোট। ১৯৯৯ সাল থেকে রাশিয়ার মসনদে রয়েছেন পুতিন। নির্বাচনের আগেই বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত ছিলেন, এবারও জিতবেন তিনি। তাই হল। বিপুল ভোটে নির্বাচন জিতে ২০৩০ পর্যন্ত ক্ষমতায় রাশ ধরে রাখলেন পুতিন। এই মেয়াদ যদি শেষ করতে পারেন তাহলে রাশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে প্রেসিডেন্ট থাকার নজির গড়বেন তিনি। টপকে যাবেন জোসেফ স্ট্যালিনকেও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের ছাদের জলের ট্যাংক থেকে উদ্ধার মহিলার দেহ

নয়ডা, ৭ মে: বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদে জলের ট্যাংক থেকে উদ্ধার এক মহিলার দেহ। উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের ছাদে মহিলার দেহ উদ্ধারকে ঘিরে রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই মহিলাকে খুন করে দেহ জলের ট্যাংকে ফেলে দেওয়া হয়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক মহিলার স্বামী ও শাশুড়ি। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, মৃত মহিলার স্বামী জেআইএমএস হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হিসেবে কাজ করেন।

বিজেপিতে যোগ দিলেন শেখন সুমন

নয়াদিল্লি, ৭ মে: লোকসভা ভোটের আগে একদা কংগ্রেসে নাম লেখানো অভিনেতা শেখর সুমন যোগ দিলেন বিজেপিতেই। কংগ্রেস নেত্রী রাধিকা খেড়ার সঙ্গেই মঙ্গলবার পদ্মশিবিরে শামিল হয়েছেন শেখর। ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন শেখর। বিহারের পাটনাসাহিব লোকসভা কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থীও করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র ৬১ হাজার ভোট পেয়ে তৃতীয় হন তিনি। ওই আসনে জিতেছিলেন তৎকালীন বিজেপি নেতা তথা বলিউড তারকা শত্রুঘ্ন সিন্হা। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন আরজেডি প্রার্থী।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মাসখানেক আগেই কঙ্গনা সম্পর্কে ‘অবস্থান বদলের’ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন শেখর। পুত্র অধ্যয়নের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রীর সম্পর্কের তিক্ততা ও বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ‘হয়তো সে সময় দু’তরফেই কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল।’

যদিও এক সময় কঙ্গনার বিরুদ্ধে অধ্যয়নের উপর ‘কালো জাদু’ করারও অভিযোগ তুলেছিল শেখরের পরিবার!

এর পরেই জল্পনা ছড়িয়েছিল, শেখর পদ্মশিবিরে যোগ দিতে পারেন।

মঙ্গলবার দুপুরে নয়াদিল্লির

IDBI BANK | আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
(CIN) L65190MH2004G01148838
দাবি নোটিশ

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
কাঁকুরগাছি ব্রাঞ্চ

২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে নোটিশ

শ্রী বিপ্লব মজুমদার (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি শিখা মজুমদার (সহ-ঋণগ্রহীতা) (ল্যান ০২৬৩৬৭৫১০০০০৩৩২২ এবং ০২৬৩৬৭৫১০০০০৩৩৩৯)

এতদ্বারা পূর্বোক্ত ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ দেওয়া হল যে ২৫,৮৭,০০০.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ সাতাশি হাজার টাকা) এবং ৬৫,৪২০.০০ টাকা (পঁয়ষট্টি হাজার চারশ কুড়ি টাকা) আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড (আইডিবিআই ব্যাঙ্ক), হোম লোন এবং ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম লোনের মাধ্যমে উল্লিখিত আর্থিক সহায়তার অনুমোদন অনুসারে, প্রয়োজনীয় ঋণ এবং নিরাপত্তা নথি সম্পাদন সাপেক্ষে শ্রী বিপ্লব মজুমদার (ঋণগ্রহীতা) ও শ্রীমতি শিখা মজুমদার (সহ-ঋণগ্রহীতা) কে প্রদান করা হয়। উল্লিখিত আর্থিক সহায়তা, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির টাইটেল ডিড জমা করার মাধ্যমে বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে। যেহেতু উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা ৩০.০৯.২০১৯ তারিখের ঋণ চুক্তি (গুলি) এর শর্তে উল্লিখিত আর্থিক সহায়তা পরিশোধে খেলাপি হয়েছে, তাই ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্টটি ০৯.১০.২০২৩ তারিখ থেকে কার্যকরী সম্পদ (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে ৩১.০৭.২০২১ তারিখ থেকে সময়ে সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের বইগুলিতে। পূর্বোক্ত ঋণগ্রহীতা, আইডিবিআই ব্যাঙ্কের দ্বারা সংঘটিত খেলাপির পরিপ্রেক্ষিতে, তার পত্র সহ রেফা. নং IDBI/KOL/REC/4476 তারিখ ০৩.০২.২০২৪, সুদ এবং অন্যান্য অর্থের সাথে মোট ৩২,৫৫,৩১৯.৯৯ টাকা (বত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার তিনশ ঊনিশ টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) টাকা হিসাবে আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছে ০৯.০৯.২০২৩ তারিখে অবিলম্বে ঋণগ্রহীতার দ্বারা বকেয়া এবং প্রদেয় দেওয়ার জন্য এবং ১০.০৯.২০২৩ থেকে অর্থপ্রদান বা আদায় না হওয়া পর্যন্ত, ঋণগ্রহীতাকে আইডিবিআই ব্যাঙ্কে উল্লিখিত পরিমাণের সঙ্গে আরও সুদের সাথে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে, চুক্তিতে বর্ণিত হারে। ০৯.০৯.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৩২,৫৫,৩১৯.৯৯ টাকা (বত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার তিনশ ঊনিশ টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) শ্রী বিপ্লব মজুমদার (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি শিখা আইডিবিআই ব্যাঙ্কের কাছে পেমেন্ট/আদায় হওয়া পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ সহ আদায় দিতে দায়বদ্ধ।
আইডিবিআই ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) এর নিজ নিজ ঠিকানায় “রেজিস্টার্ড ডাকে স্বীকৃতি পত্র সহ” দ্বারা যা পোস্টাল মন্তব্য ‘আইটেম ফেরত দেওয়া প্রত্যাখ্যান/অবণ্টিত হিসেবে ফেরত এসেছে। পূর্বোক্ত বিবেচনায়, এই পাবলিক নোটিশটি সারফেসি বিধিমালার বিধি ৩(১) এর বিধান অনুসারে জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আপনি আইডিবিআই ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে কোন সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা অন্যথায় (আপনার ব্যবসার সাধারণ ভিত্তি ব্যতীত) করবেন না, যা ব্যর্থ হলে আপনি সারফেসি এর ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী থাকবেন।
আমরা আপনার মনোযোগ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য।
এই পরিস্থিতিতে, ঋণগ্রহীতা (গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) আবারও, এই তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, একটি সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে তার নিরাপত্তা সুদ কার্যকর করার অধিকারী হবে, আইডিবিআই ব্যাঙ্কের পাওনা আদায়ের জন্য সারফাসি আইনের বিধান এবং অন্য কোনও আইনের অধীনে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট, চিহ্নিত ফ্ল্যাট নং এফএফ-১, পরিমাণ ১২৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩ বেড রুম, ১ পুজোর ঘর, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং তথা খোলা কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লুসি এবং ২ ব্যালকনি, অবস্থিত উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে পঞ্চম তলে, প্রেমিসেস নাম “মায়া টাওয়ার”, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট নং ৩, পুর হোল্ডিং নং ৮৯/এ, অম্বিকা মুখার্জি রোড (পূর্বাচল), ওয়ার্ড নং ৩৪, পানিহাটি পুরসভা অধিক্ষেত্রে, থানা : ঘোলা, কলকাতা : ৭০০১১৩, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।
সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : সিঁড়ি, লিফট এবং ফ্ল্যাট, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।

(স্বা/-)
অনুমোদিত অফিসার
এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি
তারিখ : ০৮.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SBI | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর ব্রাঞ্চ
কোড নং - ১৫৭৪৫ জোনাল অফিস (৫ম তল),
১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, বিধাননগর কলকাতা - ৭০০০৫৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]

A/c No. 39190002545(CC)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বিধাননগর এসএমইসিসি শাখা, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৯.০১.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স নিউ লক্ষ্মী বিল্ডার্স, স্বত্বাধিকারী - সমীর বিশ্বাস, ১০১/১৪৫, দাগ নং ৬০৬, প্রমোদনগর, ২৪ নং রেল গেট গুমার নিকট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৪,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,৬৮,৭৩৩.০০ টাকা (বারো লাখ আটষট্টি হাজার সাতশ তেত্রিশ টাকা) টাকা ২৯.০১.২০২৪ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং মূল্য সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ মে ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **১২,৬৮,৭৩৩.০০ টাকা (বারো লাখ আটষট্টি হাজার সাতশ তেত্রিশ টাকা) টাকা** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩৭.৭৫ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : গুমা, জেএল নং : ৯১, আরএস নং ৩৫, তৌজি নং ২০০৭, আরএস/এলআর দাগ নং ৫৬৮ এবং ৫৬৮/১২৫১, আরএস খতিয়ান নং ৫৩/২ এবং ৩৯/১, এলআর খতিয়ান নং ১৮১৯০, থানা : অশোকনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, গুমা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এডিএসআরও গুমা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ৫৬৮, সৌমেন দের কৃষি জমি, দক্ষিণে : সুরভি বিশ্বাসের কৃষি জমি, পূর্বে : দাগ নং ৫৬৮/১২৫১, সৌমেন দের কৃষি জমি, পশ্চিমে : দাগ নং ৫৬৮ এবং ৫৬৮/১২৩৭, কৃষি জমি। **সম্পত্তি শ্রী সমীর বিশ্বাসের নামে।**

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৬.০৫.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসএমইসি, বিধাননগর, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [(রুল -৮(১)]

A/c. No. 39168880279 (AUCA) (Loan A/c. No. - 61203612103)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২০.১২.২০২৩** তারিখে এবং ২৮.১২.২০২৩ তারিখে দুটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একই বিজ্ঞাপন নাম যথাক্রমে “ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস” ইংরাজি এবং “একদিন” বাংলা, ঋণগ্রহীতা **শ্রী কাঞ্চন দত্ত এবং শ্রীমতি দেবারতি দত্ত উভয়ের ঠিকানা আই-৫, ৫ম তল, স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, ৩৮০/১, যশোর রোড, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা-৭০০১২৯** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৭,৯৭,২১২.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ সাতানব্বই হাজার দুশো বারো টাকা) টাকা ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি** সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৭ মে ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৪৭,৯৭,২১২.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ সাতানব্বই হাজার দুশো বারো টাকা) টাকা ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি** সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জে-৪, চতুর্থ তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২২৮ বর্গফুট কমবেশি এবং একটি কার পার্কিং স্পেস নং সিএস-৫, একতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৮৫ বর্গফুট কমবেশি হাউসিং কমপ্লেক্স “স্পন্দন অ্যাপার্টমেন্ট” নামে পরিচিত এবং সিঁড়ি, লিফট, প্রবেশদ্বার, চলর পথ, নিকাশি, জল, ফিক্সচার এবং ফিটিংস, বৈদ্যুতিক সুবিধাদি এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৮০/১ যশোর রোড (দক্ষিণ), ওয়ার্ড নং পূর্বতন ২০, বর্তমানে ২২, মধ্যমগ্রাম পুরসভা, থানা : বারাসত, বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি : উত্তরে : করিডর, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং এম, পূর্বে : খোলা জায়গা, পশ্চিমে : চলার পথ।
দলিল নথিভুক্ত কাঞ্চন দত্ত এবং দেবারতি দত্ত, নি মিত্র, উল্লেখ্য দলিল নং ১৩১৩১-২০১৩ সালের।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৭.০৫.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড (‘এলটিএফ’) যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H172990907 21031319 KOLHL2000 0100	1. মেসার্স নিধি মিউনিম ইন্ডিয়া (এর প্রোপ্রাইটর নিধি ইয়াশ মিউনিম-এর মাধ্যমে) ঋণগ্রাহীতা হিসাবে 2. নিধি ইয়াশ মিউনিম উপ-ঋণগ্রাহীতা হিসাবে 3. পরেশ রজনীকান্ত কম্পানি উপ-ঋণগ্রাহীতা/গণ হিসাবে	**তালিকা – I** সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ঠিকানা: সমস্ত ফ্ল্যাটটির পরিমাপ প্রায় 1527 ব.ফু.(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) 2য় তলায় একত্রে 45 ব.ফু. কভার্ড গ্যারাজ সহ। গ্রাউন্ড ফ্লোর বা এক তলায় মিউনিসিপ্যালিটি আবাসন নং 51, পদ্ম পুকুর রোড, ভবানিপুর পুলিশ স্টেশনের অধীনে কেএমসি ওয়ার্ড নং 72, কলকাতা 700020, ডিস্ট্রিক দক্ষিণ 24 পরগণা পরিকাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে একটি জমির প্লটের ওপর যার পরিমাপ বেশি বা কম 3 কাঠা 1 ছটাক এবং 40 ব.ফু. সেই সঙ্গে 1/3rd অবিভক্ত শেয়ার ফ্লাটের এবং পূর্ব: আবাসন নং 50, পদ্মপুকুর রোড চারপাশে আছে। পশ্চিম : আবাসন নং 52 A, পদ্মপুকুর রোড। উত্তর : পদ্মপুকুর রোড; দক্ষিণ: কমন লেন।	20-02-2024	টা. 1,26,90,769,06/- (এক কোটি,ছাবিশ্বশ লাখ, নবধুই হাজার সাতশ উনসত্তর এবং ছয় পয়সা তারিখ 20/02/2024 অনুসারে।	03-05-2024 সিম্বলিক পজেশন
H172992207 21015540 H172992007 21012849	1. চন্দন কান্তি চৌধুরী ঋণগ্রাহীতা হিসাবে এবং 2. পুলকিত ঘোষ উপ-ঋণগ্রাহীতা অনুসারে	**তালিকা – I** সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অ্যাপার্টমেন্ট নং 7A1 যার পরিমাপ 712 ব.ফু যার অবস্থান 7 তলায় টাওয়ার নং 6 -তে প্রোজেক্ট নাম এবং পরিচিত “হাই ল্যান্ড গ্রীন্স” নামে সেই সঙ্গে কার পাকিংয়ের জায়গা, খতিয়ান নং 3, জে.এল. নং 42 মৌজা মীরপুরে মহেশতলা পুলিশ স্টেশনের অধীনে জেলা 24 পরগনা এবং মিউনিসিপ্যাল ধারণ নং 1/ নিউ, বাটা রোড, বাটানগর, কলকাতা -700140 **তালিকা – II** সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অ্যাপার্টমেন্ট নং 7A 2 যার পরিমাপ 712 ব.ফু 7 তলায় টাওয়ার নং 6 -তে প্রোজেক্ট নাম এবং পরিচিত “হাই ল্যান্ড গ্রীন্স” নামে সেই সঙ্গে কার পাকিংয়ের জায়গা, খতিয়ান নং 3, জে.এল. নং 42 মৌজা মীরপুরে মহেশতলা পুলিশ স্টেশনের অধীনে, জেলা 24 পরগনা এবং মিউনিসিপ্যাল ধারণ নং 1/ নিউ, বাটা রোড, বাটানগর, কলকাতা - 700140	12-02-2024	টা. 48,88,480.18/- (আটচল্লিশ লাখ অষ্টআশি হাজার চারশ আশি টাকা এবং আঠেরো পয়সা) তারিখ 12/02/2024 অনুসারে।	03-05-2024 সিম্বলিক পজেশন

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 08.05.2024
স্থান: কলকাতা
স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’ ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট IV [(রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৩.০২.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স ডুয়ার্স জুট টেক্সটাইল প্রা. লি.** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,৯৪,৪৬,২২৭.৮৩ টাকা (এগার কোটি চুরানব্বই লাখ ছেচল্লিশ হাজার দুশো সাতাশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা** এবং ০১.১২.২০২৩ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৩ মে ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **১১,৯৪,৪৬,২২৭.৮৩ টাকা (এগার কোটি চুরানব্বই লাখ ছেচল্লিশ হাজার দুশো সাতাশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা** এবং ০১.১২.২০২৩ থেকে সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী :
১. বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত রাজওয়াদা হাইটস, ফ্ল্যাট নং ৬এ, সপ্তম তলে, পরিমাণ মোট এরিয়া ১০৩০ বর্গফুট এবং কার পার্কিং এরিয়া ১২০ বর্গফুট একতলায়, ওয়ার্ড নং ২৮, এস এন এভিনিউ রোড, সোনারপুর পুরসভা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্বত্ব দলিল নং ১-০১৮৭ তারিখ১৭.০১.২০১৮, সোনাপুরে, সম্পত্তি অভিজিৎ কাঞ্জিলাল এবং তিলাঞ্জলি কাঞ্জিলালের নামে।
ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : ৪০ ফুট চওড়া ইএম বাই পাশ, দক্ষিণে : এস এন ঘোষ এভিনিউ, পূর্বে : ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পশ্চিমে : গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া প্রা লি. (দলিল নং ১-০১৮৭ তারিখ ১৭.০১.২০১৮)
২. বাণিজ্যিক দোকান(নাম এলোমেলো) অবস্থিত অন্যন্যা অ্যাপার্টমেন্ট, একতলা, হোল্ডিং নং ১৭৩, ওয়ার্ড নং ২৮, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৫১। স্বত্ব দলিল নং ১-১৮৫৯ তাং ০৭.০৩.২০১৩ রেজিস্ট্রিকৃত ০৭ মার্চ ১৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পরিমাণ মোট এরিয়া : ৪০০ বর্গফুট, সম্পত্তি অভিজিৎ কাঞ্জিলাল এবং জাহান আলি বিশ্বাসের নামে। **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : দোকান ঘর, দক্ষিণে : দোকান ঘর এবং প্লট নং ৫৯৬, পূর্বে : প্লট নং ৫৯৮, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক। **(দলিল নং ১-১৮৫৯ তারিখ ০৭.০৩.২০১৩)**

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৩.০৫.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

রাজস্থানকে হারিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে দিল্লি, প্রথম চার পাকা নয় সঞ্জুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পর পর দু'ম্যাচ হারল রাজস্থান রয়্যালস। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের পরে এ বার দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছেও হেরে গেল তারা। ব্যর্থ হল অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের লড়াই। প্রথমে ব্যাট করে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগুর্ক ও অভিষেক পোড়েলের অর্ধশতরান এবং শেষ দিকে ট্রিস্টান স্টাবসের ঝোড়ো ইনিংসে ২২১ রান করে দিল্লি। রান তাড়া করতে নেমে সঞ্জু ৮৬ রান করলেও দলকে জেতাতে পারেননি। এই হারের ফলে এখনও প্রথম চার পাকা করতে পারলেন না সঞ্জুরা। তাঁদের হারিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকল দিল্লি।

টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু শুরুটা ভাল করতে পারেননি ট্রেন্ট বোল্ট, সন্দীপ শর্মারা। প্রথম বল থেকে মারমুখী মেজাজে ছিলেন ফ্রেজার। পাওয়ার প্লে কাজে লাগিয়ে একের পর এক বড় শট মারছিলেন তিনি। ফ্রেজার বড় শট খেলায় ধীরে খেলছিলেন অভিষেক। মাত্র ১৯ বলে ৫০ রান করেন ফ্রেজার। যদিও তার পরের বলেই রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ফুলটস মারতে না পেরে আউট হয়ে যান তিনি।

অস্ট্রেলীয় ব্যাটার আউট হওয়ার পরে হাত খোলেন অভিষেক। চলতি মরসুমে প্রতিটি

ম্যাচে খেলার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। সেই সুযোগ কাজে লাগান বাংলার ব্যাটার। আবেশ খানকে নিশানা করেন তিনি। ২ ওভারে ৪২ রান দেন আবেশ। ২৮ বলে অর্ধশতরান করেন অভিষেক। তাঁকেও ফেরান সেই অশ্বিন। ৩৬ বলে ৬৫ রান করেন অভিষেক।

দুই ওপেনার রান করলেও সমস্যায় পড়েন মিডল অর্ডার ব্যাটারেরা। শাই হোপ (১), অক্ষর পটেল (১৫) ও অধিনায়ক পন্থ (১৫) রান পাননি। অশ্বিন ভাল বল করেন। ২৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন তিনি। দেখে মনে হচ্ছিল, ২০০ রানও হবে না দিল্লির। সেখান থেকে দলকে টেনে তোলেন স্টাবস ও নইব। আফগান ক্রিকেটার আইপিএলে নিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে ১৯ রান করেন। শেষ দুই ওভারকে নিশানা করেন স্টাবস।

এই ম্যাচেও খারাপ বল করেন যুজবেন্দ্র চহাল। পন্থকে আউট করলেও ৪৮ রান দেন তিনি। বোল্টও দেন ৪৮ রান। মার খান সন্দীপও। তার ফলে দিল্লিকে ২০০ রানের মধ্যে আটকে রাখতে পারেনি রাজস্থান। শেষ পর্যন্ত ২২১ রানে শেষ হয় দিল্লির ইনিংস। স্টাবস ২০ বলে ৪১ রান করে আউট হন।

২২২ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভাল হয়নি রাজস্থানের। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই ৪ রানের মাথায় যশস্বী জয়সওয়ালকে আউট করেন খলিল আহমেদ। তিন নম্বরে নামেন অধিনায়ক সঞ্জু। জস বাটলারের সঙ্গে জুটি বাঁধেন তিনি। প্রথম দু'ওভারের পরে রানের গতি বাড়ান সঞ্জু। খলিল ও ইশান্ত শর্মার ওভারে রান আসে। পাওয়ার প্লে-র পঞ্চম ওভারে বল করতে আসেন মুকেশ কুমার। বাংলার বোলারের প্রথম বলেই আউট হতে পারতেন বাটলার। সহজ ক্যাচ ছাড়েন ম্যাকগুর্ক।

পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে অবশ্য বাটলার আউট হন। ১৯ রানের মাথায় তাঁকে বোল্ড করেন অক্ষর। অপর প্রান্তে সঞ্জু সাবলীল ব্যাট করছিলেন। প্রতি ওভারে বড় শট মারছিলেন তিনি। তাঁকে সঙ্গ দেন রিয়ান পরাগ। চলতি মরসুমে রাজস্থানের সব থেকে ধারাবাহিক দুই ব্যাটারের কাঁধে দলকে টানার দায়িত্ব ছিল। দেখে ভাল লাগছিল তাঁদের। ভয়ঙ্কর এই জুটি ভাঙেন রসিক দার। ২৭ রানের মাথায় পরাগকে বোল্ড করেন তিনি। এই ম্যাচে অভিজ্ঞ শিমরন হেটমায়ার ও ধ্রুব জুরেল না থাকায় সঞ্জুর উপর বাড়তি দায়িত্ব ছিল। অধিনায়কের ইনিংস খেলছিলেন তিনি। ২৮ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। স্পিনার, পেসার কাউকে রেয়াত করছিলেন না। প্রতি ওভারে ১০ রানের বেশি হচ্ছিল। শেষ ৩৬ বলে রাজস্থানের জিততে দরকার ছিল ৭৪ রান। সঞ্জু থাকায় রাজস্থানের রানের গতি কমছিল না। দিল্লিকে খেলায় ফেরান মুকেশ। সঞ্জু তাঁর বলে ছক্কা মারতে গিয়ে ৮৬ রানের মাথায় আউট হন। যদিও ব্যাট করতে নেমে প্রথম দুই বলে চার মেরে দলকে লড়াইয়ে রাখেন রভম্যান পাওয়েল। খলিলের বলে অনামী শুভম দুবেও বড় শট মারছিলেন। ১২ বলে ২৫ রান করে আউট হন তিনি। ২০ বলে দরকার ছিল ৪২ রান।

কে কোথায় দাঁড়িয়ে

কলকাতা নাইট রাইডার্স
১১ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

রাজস্থান রয়্যালস
১১ ম্যাচে ৮টি জয়, ১৬ পয়েন্ট

চেন্নাই সুপার কিংস
১১ ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
১১ ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
১১ ম্যাচে ৬টি জয়, ১২ পয়েন্ট

দিল্লি ক্যাপিটালস
১১ ম্যাচে ৫টি জয়, ১০ পয়েন্ট

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
১১ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

পঞ্জাব কিংস
১১ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

মুম্বই ইন্ডিয়ানস
১২ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

গুজরাট টাইটানস
১১ ম্যাচে ৪টি জয়, ৮ পয়েন্ট

দ্বিতীয় দল ঘোষণা ভারতের, জায়গা পেলেন মোহনবাগানের ৮ ফুটবলার, বাকি ৭ জন কারা?

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলার জন্য মোট ৪১ জন ফুটবলারের নাম ঘোষণা করেছেন ইগর স্তিমাচ। প্রথম পর্যায়ে ২৬ জন ফুটবলার নিয়ে দল ঘোষণা করেছিলেন তিনি। এ বার ১৫ জনের দ্বিতীয় দল ঘোষণা করলেন ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ। প্রথম পর্বের দলে মোহনবাগান ও মুম্বই সিটি এফসি-র ফুটবলারদের রাখা হয়নি। দ্বিতীয় পর্বে আইএসএলের ফাইনালে খেলা দু'দলের ১৫ ফুটবলারকে রেখেছেন তিনি।

মোহনবাগানের আট জন ফুটবলারকে রাখা হয়েছে দলে। মুম্বই থেকে সুযোগ পেয়েছেন সাত জন। ৪১ জনের দলে এই দুই ক্লাব থেকেই সব থেকে বেশি ফুটবলার রয়েছেন। চলতি মরসুমে আইএসএলের লিগ-শিল্ডের লড়াই হয়েছিলে এই দুই দলের মধ্যেই। মুম্বইকে হারিয়ে লিগ-শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। ফাইনালে তার বদলা নিয়েছে মুম্বই। মোহনবাগানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা।

ভুবনেশ্বরে ১০ মে থেকে শুরু হবে প্রস্তুতি শিবির। চার সপ্তাহ চলবে সেই শিবির। প্রথম পর্বের ২৬ ফুটবলার ১০ তারিখই শিবিরে যোগ দেবেন। দ্বিতীয় পর্বের ১৫ ফুটবলারকে অতিরিক্ত বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ১৫ মে থেকে শিবিরে যোগ দেবেন তাঁরা।

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এই রাউন্ডে দু'টি ম্যাচ বাকি

ভারতের। ৬ জুন কলকাতায় কুয়েত ও ১১ জুন দোহায় কাতারের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। এই দুই ম্যাচের উপরে ভারতের পরের রাউন্ডে যাওয়া নির্ভর করছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে হেরে যাওয়ায় এই মুহূর্তে গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। তাদের বাকি দু'টি ম্যাচ জিততেই হবে। তাই এক মাস প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে চাইছে ভারত।

ভারতের প্রথম পর্বের দল
গোলরক্ষক; অমরিন্দর সিংহ, গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু।
ডিফেন্ডার; অময় গণেশ রানাওয়াডে, জয় গুপ্ত, লালচুংনুঙ্গা, মুহম্মদ হাম্মাদ, নরেন্দ্র গহলৌত, নিখিল পুজারি, রোশন সিংহ।
মিডফিল্ডার; ব্রেন্ডন ফের্নান্দেস, এডমুন্ড লালরিন্ডিকা, ইমরান খান, ইশাক ভানলালরুয়াতফেলা, জিকসন সিংহ, মহেশ নাওরেম, মহম্মদ ইয়াসির, নন্দকুমার, রাহুল কান্নোলি, সুরেশ সিংহ, ভিবিন মোহনন।
ফরোয়ার্ড; ডেভিড, জিতীন মাদাথিল, লালরিনজুয়ালা, পার্থিব গগৈ, রহিম আলি, সুনীল ছেত্রী।
ভারতের দ্বিতীয় পর্বের দল
গোলরক্ষক; বিশাল কাইথ, ফুর্বা লাচেনপা।
ডিফেন্ডার; আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, মেহতাব সিংহ, রাহুল ভেকে, শুভাশিস বসু।
মিডফিল্ডার; অনিরুদ্ধ থাপা, দীপক টাংরি, লালেনমাওয়াইয়া রালতে, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদ।
ফরোয়ার্ড; মনবীর সিংহ, বিক্রম প্রতাপ সিংহ।

নাইট রাইডার্সের বিমান যে কারণে নামতে পারেনি কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: একবার নয়, কলকাতায় বিমানবন্দরে নামতে গিয়ে দুবার ফিরে যেতে হয়েছে নাইট রাইডার্সের খেলোয়াড়দের বহন করে আনা উড়োজাহাজকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের খেলোয়াড়দের নিয়ে ভাড়া করা বিমানটি এসেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে।

ভারতরত্ন শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গত পরশু লক্ষ্ণৌয়ের বিপক্ষে রাতের ম্যাচটি খেলেছে কলকাতা। ৯৮ রানে জেতা ম্যাচ শেষে পরশু লক্ষ্ণৌয়েই থেকে গিয়েছিল তারা। কাল সন্ধ্যায় ভাড়া করা বিমানে করে ফেরার সময় কলকাতার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে।

ভারতের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় লক্ষ্ণৌ থেকে রওনা দেয় কেকেআর। কলকাতা গিয়ে প্রথমবার নামতে না পেরে উড়োজাহাজটি চলে যায় আসামের গুয়াহাটিতে। রাত পৌনে নয়টায় খবরটি কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিয়েছে এভাবে, 'দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কেকেআরের ভাড়া করা উড়োজাহাজটি পথ বদলে গুয়াহাটিতে। আমরা এইমাত্র এখানে নামলাম।'

গুয়াহাটিতে উড়োজাহাজটি ঘণ্টাখানেক থাকার পর কলকাতা

থেকে খবর যায়, প্রকৃতি শান্ত হয়েছে। তখন আবার কলকাতায় রওনা হয় উড়োজাহাজ। কিন্তু দ্বিতীয়বারও তারা কলকাতায় নামতে পারেনি। কলকাতা নাইট রাইডার্স রাত সোয়া একটায় জানায় সেই খবর,' গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় রাত ১১টায় নামার কথা ছিল। কিন্তু বেশি কয়েকবার চেষ্টা করেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। এখন দিক বদলে আমরা বারানসিতে (বেনারস) যাচ্ছি।'

কলকাতা নাইট রাইডার্স দল যখন বারানসিতে পৌঁছায়, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। অন্যদিকে কলকাতার প্রকৃতি তখনো সেভাবে শান্ত হয়নি। তাই রাতে আর কলকাতায় ফেরেনি তারা। রাতটা সেখানেই কাটিয়ে পরের দিন, মানে আজ ফিরবে বলে জানিয়ে দেয় নাইট রাইডার্স।

বারানসি থেকে কাল গভীর রাতে সর্বশেষ পোস্টটি করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেখানে তারা লিখেছে, 'রাত ৩টার আপডেট রাতে থাকার জন্য কেকেআর দল বারানসির হোটেলে উঠবে। সময় জানানো যাচ্ছে না, কিন্তু কলকাতার রিটার্ন ফ্লাইট মঙ্গলবার (৭ মে)।' কলকাতা তাদের পরের ম্যাচটি ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেনে খেলবে আগামী শনিবার, মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে।

দেউলিয়া মামলা থেকে মুক্ত বরিস বেকার, সব মামলা খারিজ ইংল্যান্ডের আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: তথ্য গোপন করে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছিলেন বরিস বেকার। অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় ইংল্যান্ডের আদালতের নির্দেশে জেলও খাটতে হয়েছে জার্মানির প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড়কে। সেই সংক্রান্ত সব মামলা থেকে এ বার মুক্তি পেলেন বেকার। তাঁর বিরুদ্ধে থাকা সব মামলা বাতিল করে দিয়েছে ব্রিটিশ আদালত।ঋণ শোধ না করার জন্য অবৈধ ভাবে নিজের সমস্ত টাকা সরিয়ে ফেলেছিলেন বেকার। প্রায় সব সম্পত্তিও অন্যের নামে করে দিয়েছিলেন। নিজেকে এ ভাবে দেউলিয়া প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন বেকার। তাঁর কারচুপি ধরা পড়ে যাওয়ায় মামলা হয় আদালতে। দোষ প্রমাণিত হয় অভিযুক্ত বেকারের। সম্পত্তি গোপন, কর ফাঁকি, ঋণ পরিশোধ না করা-সহ চারটি অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই সব অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন তিনি।

সব দিক খতিয়ে দেখে বিচারক নিকোলাস ব্রিগস তাঁর রায়ে বলেছেন, ঋণ শোধ করার জন্য বেকারের পক্ষে যা যা করা সম্ভব ছিল, তিনি সব রকম চেষ্টা করেছেন। তর পরেও ঋণের একটা বড় অংশ তিনি শোধ করতে পারেননি। প্রথম দিকে অসহযোগিতা করলেও পরে বেকার সব রকম সহযোগিতা

করেছেন। আইন অনুযায়ী সব রকম পদক্ষেপ করেছেন। শাস্তিও ভোগ করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগগুলি বাতিল না করলে অবিচার হবে।

অভিযুক্ত বেকারকে দু'বছর আগে ব্রিটেন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। পরে ছ'টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিককে আদালতের নির্দেশে লন্ডনের জেলেই আট মাস কাটাতে হয়েছে। ইংল্যান্ডের আদালতের নতুন রায় অবশ্য স্বস্তি দেবে প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড়কে।

কোহলিকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা নেই বাবরদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৫১.৭৬; টি-টোয়েন্টিতে বিরাট কোহলির গড় এটি। বোঝাই যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কোহলি রান করতে ব্যর্থ হন খুব সামান্যই। এরপরও কিছু প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কোহলি আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। পাকিস্তান সেসব প্রতিপক্ষের একটি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট পাকিস্তানের বিপক্ষে কোহলির গড় ৮১.৩৩। দুই দলের সর্বশেষ দেখাতেও একা কোহলির কাছেই হেরেছিল পাকিস্তান।

এবারও বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান একই গ্রুপে। কোহলিকে থামাতে আলাদা কি পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান? অধিনায়ক বাবর আজম গতকাল এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য জানিয়েছেন কোহলির বিপক্ষে আলাদা কোনো পরিকল্পনা করছেন না তারা। কোহলি পরিকল্পনাতে আসবেন দলীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই।

টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে কোহলি ম্যাচ খেলেছেন ১০টি। ১০ ইনিংসে ফিফটিই করেছেন ৫টিতে। সর্বশেষ এই দুই দলের দেখা হয়েছিল ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। মেলবোর্নে হওয়া সেই ম্যাচে অপরাজিত ৮২ রানের ইনিংস খেলে কোহলি ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। এবারও বিশ্বকাপের আগে কোহলি আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। ১১ ইনিংসে ৫৪২ রান করে এখন পর্যন্ত আইপিএলে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি।

এমন কাউকে নিয়ে হয়তো

আলাদা পরিকল্পনা আছেই বাবরের দলের। হয়তো ফাঁস করতে চাইছেন না। সে কারণেই গতকাল আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য দেশ ছাড়ার আগে বাবর বলেছেন, 'দল হিসেবে তাদের শক্তিমত্তা বিবেচনায় নিয়ে আপনি সব সময়ই অন্য দল নিয়ে পরিকল্পনা করেন। আমরা কোনো খেলোয়াড়কে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করছি না। আমরা ১১ জন নিয়েই পরিকল্পনা করি।'

এবারের বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে নিউইয়র্কে। নতুন এই মাঠ দুই দলের জন্যই অপরিচিত। বাবর বলেছেন, 'আমরা নিউইয়র্কের কন্ডিশন সম্পর্কে খুব বেশ জানি না, আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হবে। কোহলি অন্যতম সেরা ক্রিকেটার, সে হিসেবে তাঁকে নিয়ে পরিকল্পনা করা হবে।'

বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তান এখনো দল ঘোষণা করেনি। তবে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এক বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি জানিয়েছে, এই ১৮ জন থেকে ৩ জন কমিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড সাজানো হবে।

সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজে পাকিস্তান বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। বিশ্বকাপের আগে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে ৭ টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান দল, সেখানে পরীক্ষার সুযোগ দেখছেন না বাবর, ' বিশ্বকাপ কাছেই, এখন অদলবদলের জন্য পর্যাপ্ত সময় নেই। বিশ্বকাপের আগে যেসব ম্যাচ বাকি আছে, সেখানে আমরা বিশ্বকাপে যে দলটা খেলাতে চাই, তাদের সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা আমাদের সেরা একাদশ নিয়ে বাকি ম্যাচগুলো খেলব।'

মোস্তাফিজের পর পাতিরানাকেও হারাল চেন্নাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাতিশা পাতিরানা ও মোস্তাফিজুর রহমানের জুটি ডেথ ওভারে চেন্নাই সুপার কিংসের ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছিল। তবে এই দুজনের কাউকেই এবারের টুর্নামেন্টে আর পাচ্ছে না চেন্নাই। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ থাকায় মোস্তাফিজ আগেই দেশে ফিরেছেন। আর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারাতে শ্রীলঙ্কায় ফিরে গেছেন পাতিরানাও।

পাতিরানা আইপিএলে আর ফিরবেন কি না, তিনি শ্রীলঙ্কায় ফেরার পরও তা নিশ্চিত ছিল না। তবে গতকাল রাতে এক টুইটে পাতিরানা মোটামুটি নিশ্চিত করেই ফেলেছেন, এবারের টুর্নামেন্টে তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না।

আইপিএলের শুরু থেকেই চোটের সঙ্গে লড়েছেন পাতিরানা। খেলতে পারেননি প্রথম ম্যাচেও। এরপর বেছে বেছে ম্যাচ খেলেছেন। মূলত আইপিএলের আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে চোটে পড়েছিলেন পাতিরানা। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই বাঁ পায়ে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে

পড়ছিলেন এই পেসার। সে ম্যাচে নিজের স্পেলের চতুর্থ ওভার শেষও করতে পারেননি। এরপর ছিটকে যান তৃতীয় ম্যাচ থেকে।

তখন শোনা গিয়েছিল, সেরে উঠতে চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ লেগে যাবে তাঁর। তবে ততটা সময় নেননি তিনি। ২৬ মার্চ আইপিএলে চেন্নাইয়ের দ্বিতীয় ম্যাচেই মাঠে নামেন পাতিরানা।

৫ মে ধর্মশালায় পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ম্যাচের আগে চেন্নাই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাতিরানার দেশে ফেরার খবর জানায়, 'চেন্নাই সুপার কিংসের পেসার মাতিশা পাতিরানা হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভুগছেন, চোট থেকে সেরে ওঠার জন্য তিনি শ্রীলঙ্কায় ফিরে গেছেন।' পাতিরানার টুইটেই স্পষ্ট হয়েছে এবারের আইপিএলে পাতিরানাকে আর দেখা যাচ্ছে না, 'ভাঙা হৃদয়ে বিদায় নিতে হলো, এখন চেন্নাইয়ের ড্রেসিংরুমে আইপিএল শিরোপা দেখাই আমার একমাত্র ইচ্ছা। চেন্নাই থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি, দল থেকে যে আশীর্বাদ পেয়েছি তাতে কৃতজ্ঞ।' আগামী ১ জুন থেকে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চোট সারিয়ে পাতিরানা বিশ্বকাপে শুরু থেকে খেলতে পারবেন তো? এটা জানতে অবশ্য আরও অপেক্ষা করতে হবে।

আইপিএলে পাতিরানা নিয়েছেন ৬ ম্যাচে ১৩ উইকেট, রান উৎসবের আইপিএলেও ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ৭.৬৮ করে। অন্যদিকে মোস্তাফিজ ৯ ম্যাচে নিয়েছিলেন ১৪ উইকেট। দলের দুই শীর্ষ বোলারকে ছাড়া ধর্মশালায় পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে জিতেছে চেন্নাই।

মোস্তাফিজ-পাতিরানার বিদায়ের পর চেন্নাইয়ের একমাত্র বিদেশি পেসার এখন রিচার্ড গ্লিসন।

চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে তৃতীয় টিটোয়েন্টিতে মুখোমুখি বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে। পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজে ২,০ ব্যবধানে এগিয়ে নাজমুল হোসেনের দল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**